সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

তৃতীয় খণ্ড
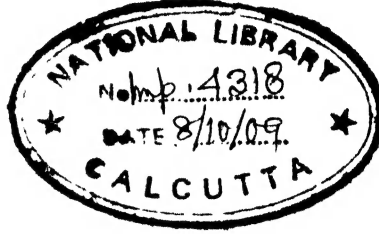
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা
আষাঢ় ১৩৪২

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের নির্ঘণ্ট

শিক্ষা	...	—	**৩—১৮**
শ্রীরামপুর কলেজ			৩
কাশী সংস্কৃত কলেজ		...	৪
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ		...	৬
হিন্দুকলেজ		...	৮
সভা-সমিতি		...	১০
স্ত্রীশিক্ষা		...	১৩
পণ্ডিতদের কথা		...	১৪
বিবিধ		...	১৬
সাহিত্য	...	—	**১৯—৩০**
সাহিত্য ও ভাষা		...	১৯
নূতন পুস্তক		...	২০
সাময়িক পত্র		...	২৬
বিবিধ		...	৩০
সমাজ	...	—	**৩১—১২৫**
নৈতিক অবস্থা		...	৩১
আমোদ-প্রমোদ		...	৪৯
জনহিতকর অনুষ্ঠান		...	৫১
আর্থিক অবস্থা		...	৫৫
শাসন		...	৭৯
স্বাস্থ্য		...	৯০
সম্ভ্রান্ত লোক		...	৯৯
ধর্ম্ম	...	—	**১২৬—১৬০**
ধর্ম্মকৃত্য		...	১২৬
ধর্ম্মব্যবস্থা		...	১৫১
ধর্ম্মস্থান		...	১৫২
ধর্ম্মসভা		...	১৫৬
বিবিধ		...	১৫৮
বিবিধ	...	—	**১৬১—১৯০**
লটারি		...	১৬১
রাস্তাঘাট		...	১৬১
বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত		...	১৭৪
নানা সম্প্রদায়ের কথা		...	১৮১
নানা কথা		...	১৮৩

দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টের নির্ঘণ্ট

শিক্ষা ...	—	**১৯৩—২৪৩**
সংস্কৃত কলেজ	...	১৯৩
হিন্দুকলেজ	..	১৯৪
মেডিক্যাল কলেজ	...	২০৩
কলিকাতার স্কুল	...	২০৪
হুগলী কলেজ	...	২০৮
মফস্বলের স্কুল	...	২০৯
স্ত্রীশিক্ষা	...	২২১
পুস্তকালয়	...	২২৮
পণ্ডিতদের কথা	...	২৩১
শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা কথা	...	২৩৫
সাহিত্য ...	—	**২৪৪—২৬৬**
পুস্তক	...	২৪৪
সাময়িক পত্র	...	২৪৯
অক্ষর-সমস্যা	...	২৫৪
ভাষা-সমস্যা	...	২৬২
সমাজ ...	—	**২৬৭—৩৬৬**
নৈতিক অবস্থা	...	২৬৭
আমোদ-প্রমোদ	...	২৭৬
জনহিতকর অনুষ্ঠান	...	২৭৭
আর্থিক অবস্থা	...	২৮৬
শাসন	...	৩০৪
স্বাস্থ্য	...	৩২১
সম্ভ্রান্ত লোক	...	৩২৫
ধৰ্ম্ম ...	—	**৩৬৭—৪১১**
ধৰ্ম্মকৃত্য	...	৩৬৭
ধৰ্ম্মব্যবস্থা	...	৩৮১
ধৰ্ম্মস্থান	...	৩৮৩
ধৰ্ম্মসভা	...	৩৯১
বিবিধ ...	—	**৪১২—৪১৯**
রাস্তাঘাট	...	৪০৯
নানা কথা ...	...	৪১৬
‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে’ সেকালের কথা ..		**৪২০**

ভূমিকা

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড প্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-ভাণ্ডারে গচ্ছিত অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিভাণ্ডারের সঞ্চিত সুদ ১৭৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, ইহার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উক্ত স্মৃতিভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ ডক্টর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণের সাহায্যার্থ পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত উভয় প্রকার অর্থ সংগ্রহে পরিষদের অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় উদ্যোগী হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা পরিষদের পক্ষ হইতে আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সঙ্কলনকর্ত্তা ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থের তিন খণ্ডের সর্ব্বস্বত্ব পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই তিন খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য সম্পাদকের পারিশ্রমিক হিসাবে অন্যূন ছয় শত টাকা ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রাপ্য হইয়াছিল, তিনি পরিষদকে এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়াছেন। এমন কি এই পুস্তকের এক খণ্ডের সঙ্কলনকালে নকল করিবার খরচ বাবদ পরিষদের নিকট তাঁহার পঁচিশ টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল; তিনি ঐ অর্থ না লইয়া উহা দ্বারা পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারের দুইটি আলমারি খরিদ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পরিষদের আর্থিক অসচ্ছলতার সময়ে ব্রজেন্দ্রবাবুর এইরূপ পরিষৎ-প্রীতির উল্লেখ না করিলে পরিষদের পক্ষে ইহা অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইবে মনে করিয়া আমি এই কয়েকটি কথার অবতারণা করিলাম।

আষাঢ়
১৩৪২ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র
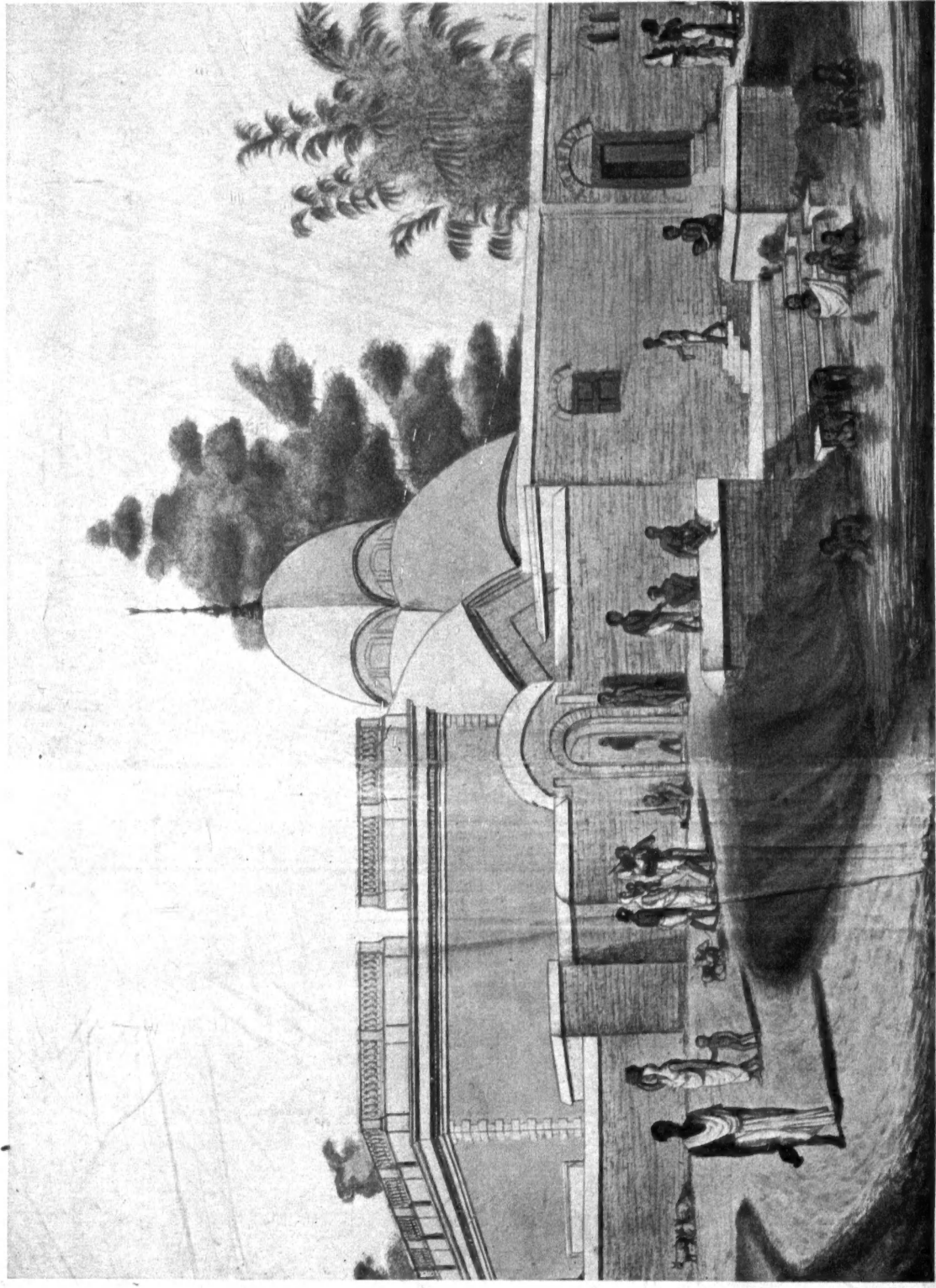
কালীঘাট

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র
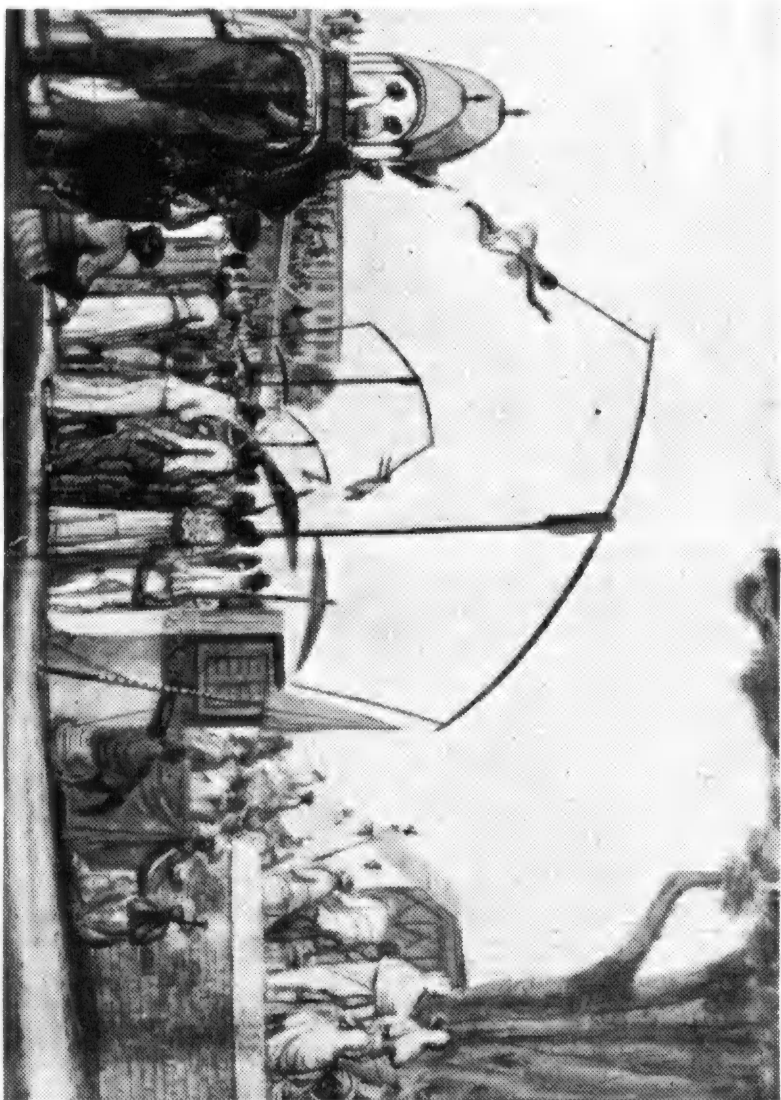
চড়কপূজা

চিৎপুর রোডের দৃশ্য

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

নীলের পূজা

Engraved & Printed by
Bharat Phototype Studio Calcutta
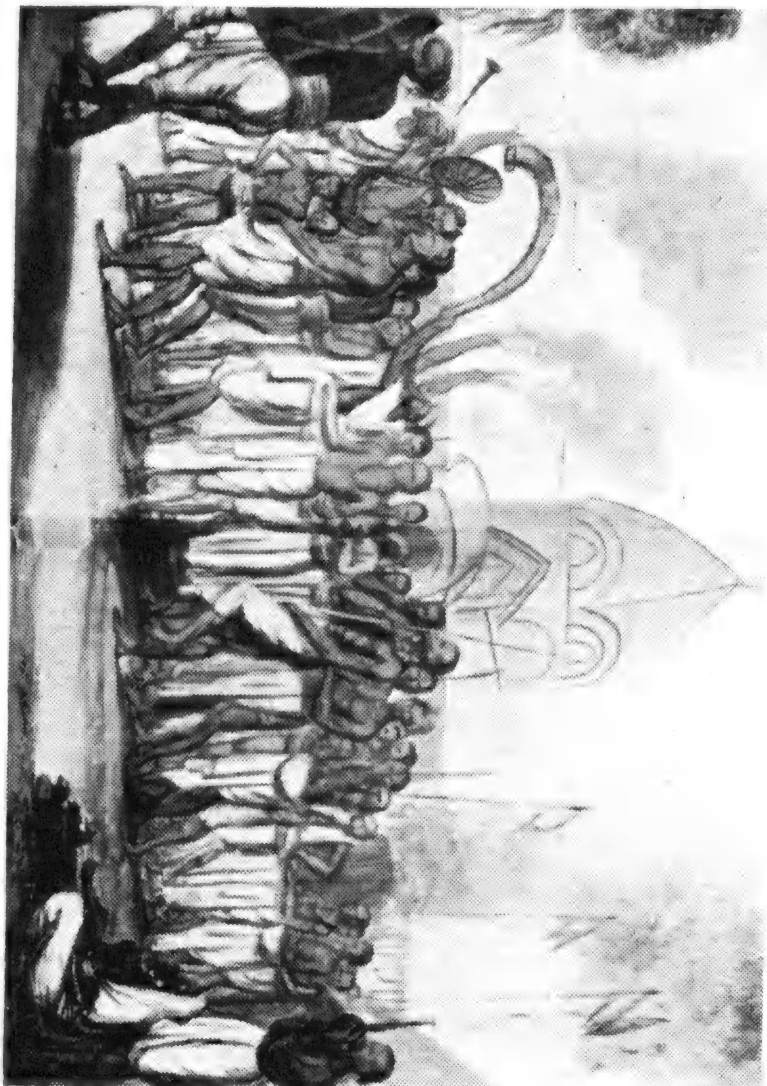
ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র
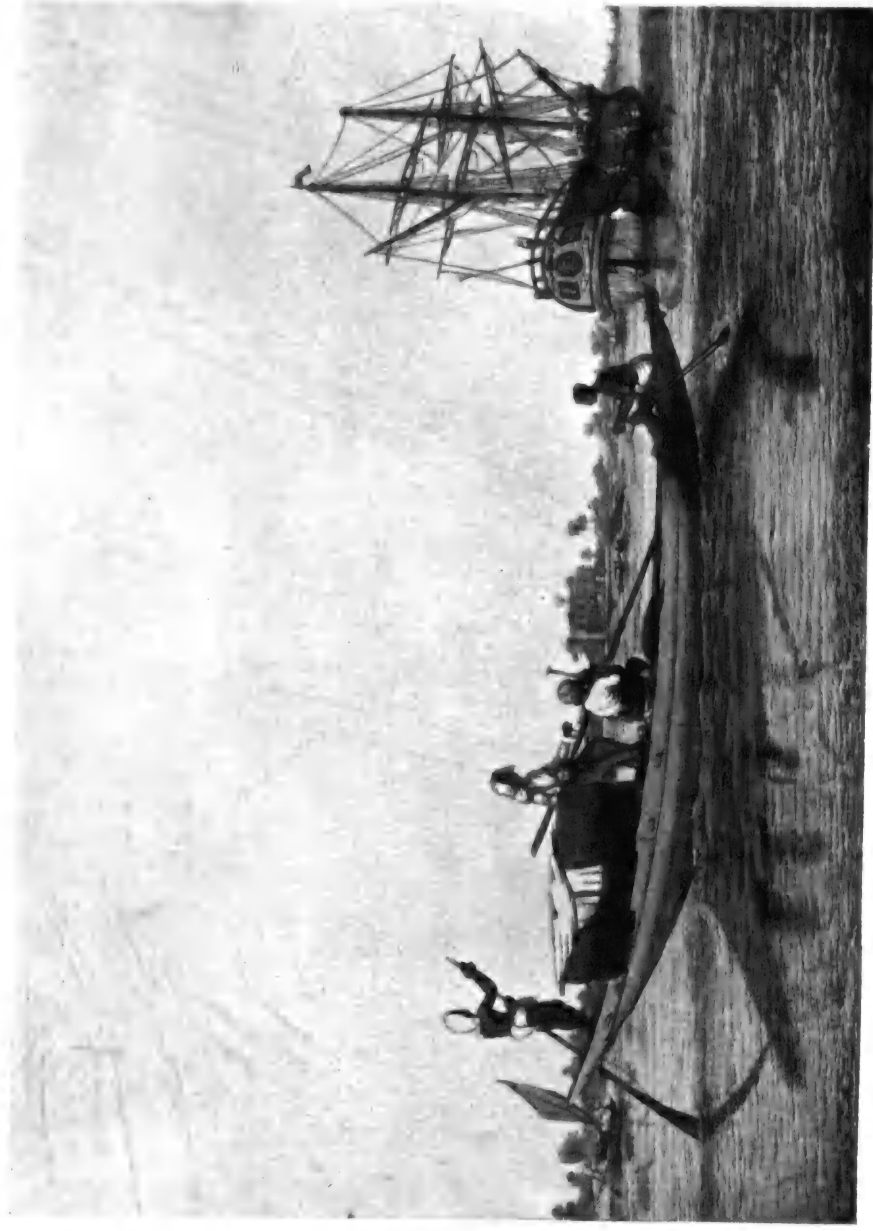
গঙ্গাবক্ষে

Engraved & Printed by
Bharat Phototype Studio Calcutta

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

বটি ঝাপ

Engraved & Printed by
Bharat Phototype Studio, Calcutta

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র
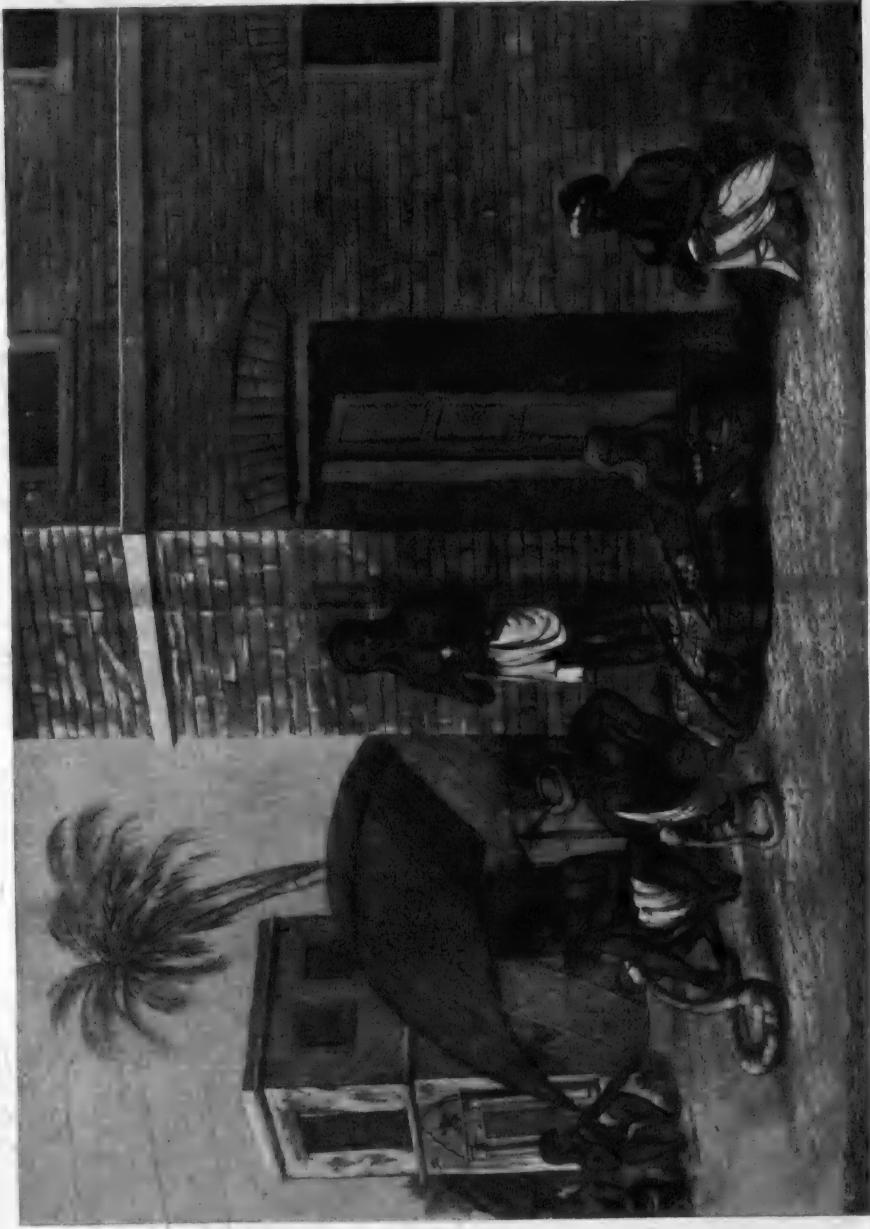
সাপুড়িয়া

Engraved & Printed by
Bharat Phototype Studio Calcutta

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

সারেঙ্গী

সম্ভ্রান্ত হিন্দু

Engraved & Printed by
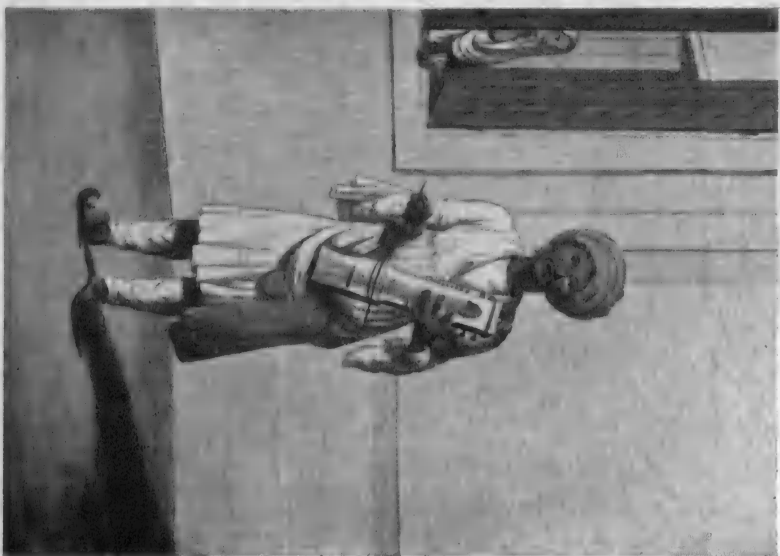
নিবেদন

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব-প্রকাশিত খণ্ড দুইটির পরিশিষ্ট বলিলেই সঙ্গত হইবে; কারণ কলেবরবৃদ্ধিহেতু প্রথম দুই খণ্ডে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলন করা সম্ভব হয় নাই, বর্ত্তমান খণ্ডে তাহাই স্থান পাইয়াছে।

এই খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস সম্বন্ধে বিশদ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল দুই-চারিটি বিষয়ের আভাস দিলেই যথেষ্ট হইবে।

শিক্ষা-বিভাগের ১৯৫ পৃষ্ঠায় ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন, এই সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে একটি ধারণা প্রচার লাভ করিতেছে যে রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন। এই মত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন মেজর বামনদাস বসু। কিন্তু যে-উপাদানের সাহায্যে মেজর বসু এই সিদ্ধান্ত করেন তাহা যে তিনি সযত্নে পাঠ করেন নাই তাহা ১৯৫-১৯৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সাহিত্য-বিভাগের ২৫৪-৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বর্ণমালা-সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইতেছে, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা প্রচলন-সম্বন্ধে আন্দোলন আধুনিক নহে—শত বর্ষ পূর্ব্বেই ইহার সূচনা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব কিন্তু মন্তব্য করেন :—"আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা...এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে...প্রতিকূল...।"

২৫০-৫১ পৃষ্ঠায় 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। এতদিন আমরা জানিতাম, ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতায় প্রকাশ করেন, ইহাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র; 'সমাচার দর্পণ' তাহার দুই বৎসর পরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকের দৃঢ় মন্তব্য, এবং ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদ্ধৃত প্রমাণাদি হইতে ইহাই মনে হয় যে, বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম সংবাদপত্র না হইলেও 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র; ইহার কয়েক দিন পরে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম।

সমাজ-বিভাগের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কতকগুলি ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইবে যে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতেই বাংলা ভাষায় সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রপাত হয় নাই। উদ্ধৃত সামাজিক চিত্রগুলি উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালী সমাজের। এগুলি যে পরবর্ত্তী যুগে 'আলালের ঘরের দুলালে' এবং অন্য পুস্তকে অনুকৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে এখন আর কাহারও অসুবিধা হইবে না।

বিবিধ-বিভাগের ১৮৮-৯০ ও ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিকম্পের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার, বেলুচিস্তান, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্পে বহু নরনারীর জীবননাশ হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বেও পাটনা, আরা, মুঙ্গের, নেপাল প্রভৃাত অঞ্চলে অনুরূপ ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ভূকম্প-রেখা শত বর্ষ ধরিয়া প্রায় একই অঞ্চল দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান খণ্ডের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ১৮৩৫ সনের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের কতকগুলি সংখ্যা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি গ্রন্থের শেষে (পৃ. ৪২০-৩২) স্বতন্ত্র-ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের একটি দিকের প্রতি এখনও অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। যাঁহারা বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সন পর্য্যন্ত লিখিত গদ্যের প্রচুর নিদর্শন এই গ্রন্থে পাইবেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। এই গ্রন্থে এমন অনেক শব্দ মিলিবে যাহার প্রচলন শত বর্ষ পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। উদাহরণ-স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিতেছি :—

পৃ.	শব্দ	অর্থ
২৪৯	তাহাসকল	সে সকল
ঐ	হওনের	হইবার
২৫০	দেওনেতে	প্রদানে
২৫১	মহাশয়েরদের	মহাশয়দের
২৫৭, ২৬৭	করিবাতে	করাতে
২৬২	উঠয়ন	উঠিয়া যাওয়া
২৬৪	তেঁহ	তিনি
২৭৬	উঠিবাতে	উঠাতে
২৮৪	তিষ্ঠনার্থ	থাকিবার জন্য
৩০৫	হইবায়	হওয়ায়
৩০৯	আসিবাতে	আসায়

বর্ত্তমানে অপ্রচলিত এই সকল শব্দের একটি সূচী ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রগুলি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত ফরাসী-চিত্রকর এফ্ বালতাজার সলভ্যাঁর "লেজ্ এঁ্যান্দু..." গ্রন্থ হইতে গৃহীত। নীলের পূজা, বঁটিঝাঁপ ও চড়কপূজা—এই তিনখানি চিত্রের ব্লক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্ত্তৃপক্ষ, এবং বাকী চিত্রগুলির ব্লক 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীযুত অমলচন্দ্র হোম ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থের সুদীর্ঘ সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুত বিমলেন্দু কয়াল বর্ণাশুদ্ধি-কার্য্যে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে শোভাবাজার-রাজপরিবারের শ্রীযুত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না জানাইলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। তিনি প্রয়োজন-মত আমাকে 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইলগুলি ব্যবহার করিতে না-দিলে এই পরিশিষ্ট-খণ্ড সঙ্কলন করা সম্ভব হইত কি-না সন্দেহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের তিনটি সুবৃহৎ খণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার কেন—ঐতিহাসিকগণেরও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের বদান্যতায় প্রাচীন সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হইতে ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করা যায়, পরিষৎ অদূর ভবিষ্যতে, অপর কাহারও সাহায্যে, ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সন, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত, আবশ্যক সংবাদগুলি প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের ইতিহাস-রচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন। এ-কাজটি সত্বর সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নতুবা এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছুদিন পরে হয়ত তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র

১। কালীঘাট

২। চড়কপূজা

৩। চিৎপুর রোডের দৃশ্য

৪। নীলের পূজা

৫। গঙ্গাবক্ষে

৬। বঁটি-ঝাঁপ

৭। সাপুড়িয়া

৮। সারেঙ্গী

৯। সম্ভ্রান্ত হিন্দু

Les Hindous Par F. Baltazard Solvyns (Paris, Vol. I. 1808 II. 1810, III 1811 IV. 1812) নামক পুস্তক হইতে চিত্রগুলি গৃহীত।

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট

১৮১৮—১৮৩০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শিক্ষা

শ্রীরামপুর কলেজ

(৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬)

শ্রীরামপুরের কালেজ।—আমরা পূর্ব্বে ছাপা করিয়াছিলাম যে মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন এবং ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। এবং ষোল জন ছাত্র ব্যাকরণ পাঠ করিতেছেন গত সোমবার তাহারদের এই বৎসরকার ইস্তাহাম হইয়াছে।·· সম্প্রতি পুরাতন ঘরে পাঠাদি নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কালেজের ঘর আরম্ভ হইবেক। তাহার পাণ্ডুলেখ এই মত করা গিয়াছে যে দেড় শত ছাত্র থাকিবার কারণ পৃথক২ কুঠরী ও পাঠ করিবার নিমিত্ত ঘর ও ইস্তাহামের কারণ বড় ঘর ও নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক রাখিবার কারণ এক মহাপুস্তকালয় হইবেক ইত্যাদি রূপ কালেজ ঘর করণের সামগ্রী সমবধান হইতেছে শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

(১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯)

কালেজের পরীক্ষা ॥— ১ এপ্রিল মোকাম শ্রীরামপুরের কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষণার্থ আসিয়াছিলেন। কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাদরি উলিয়াম কেরি সাহেব পরীক্ষা লইলেন প্রথমতো ব্যাকরণের পরীক্ষা হইল তাহাতে শ্রীকমলাকান্ত ও শ্রীতারণ চন্দ্রকে ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ও অভিধানের দুই এক প্রশ্ন করিলেন তাহারা তাহার সদুত্তর করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন এবং অন্য২ বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ ও চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল। পরে জ্যোতিষের পরীক্ষা হইল তাহাতে প্রথমতঃ শ্রীভবানন্দ ও শ্রীশ্রীনাথ ও শ্রীকাশীনাথ প্রভৃতি লীলাবতীর ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও

ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রেরা সে সকল অঙ্ক করিল এবং দীপিকা ও জ্যোতিস্তত্ত্বের বাক্যার্থে শ্রীহরচন্দ্র ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণকে যেমত২ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও সুন্দর মত ব্যাখ্যা করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন। এই পরীক্ষা আট ঘণ্টা বেলার সময়ে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহর সময়ে সমাপ্তা হইল এই কালেজে কোন বালক ৩ বৎসর কেহ ২ বৎসর কেহ দেড় বৎসর কেহবা ১ বৎসর পাঠারম্ভ করিয়াছে।

এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগকে খগোলীয় বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট রূপে দেখাইবার কারণ এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নির্ম্মাণ হইবে। এই কর্ম্মের নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীযুত জন মেক সাহেব নানাবিধ যন্ত্র সমেত ইংগ্লণ্ডহইতে আসিয়াছেন।

(৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

ইস্তাহার।—সকল লোককে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে এই শীত কালে শ্রীরামপুরের কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ উপদেশ দিবেন এই প্রকারে দশ সপ্তাহে দশ উপদেশ দিবেন। এই কর্ম্ম করিবার কারণ আসিয়াটিক সোসয়িটী কলিকাতার আপন বাটী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই বাটীতে প্রথম পাঠ ২৪ দিসেম্বর আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইবেক শ্রীরামপুরের কালেজে যে সকল যন্ত্র আছে সেই২ যন্ত্রদ্বারা কিমিয়া বিদ্যার প্রত্যেক প্রমাণ দিবেন। যে সকল লোক সেখানে যাইয়া দশ উপদেশ শুনিতে বাসনা করেন তাঁহার চল্লিশ টাকা লাগিবেক এবং যে কোন সাহেব বিবি সহিত যাইতে বাসনা করেন তিনি ষাটি টাকা দিবেন। প্রত্যেক উপদেশ শ্রবণের কারণ ছয় টাকা লাগিবেক বিবী সাহেব উভয়ে গেলে আট টাকা লাগিবেক।

কাশী সংস্কৃত কলেজ

(৩১ মার্চ ১৮২১। ১৯ চৈত্র ১২২৭)

কালেজ।—মোকাম কাশীতে শ্রীশ্রীযুত দনকিন্ সাহেব যে কালেজ বসাইয়াছেন তাহার ব্যয় প্রতিবৎসর বিশ হাজার টাকা বরাওর্দ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন পরে সে কালেজ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে। সে কালেজে পোনর সংপ্রদায় আছে চারি বেদ ৪। বেদান্ত ১। ও মীমাংসা ১। ও সাংখ্য ১। ও ন্যায় ১। ও বৈদ্যক ১। ও স্মৃতি ১। ও কাব্যালঙ্কার ১। ও ব্যাকরণ দুই। গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়। প্রায় এক শত ছাত্র সেখানে আহার পাইয়া অধ্যয়ন করে ও এতদ্ভিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। এই রূপ ছাত্র দিনে২ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণে তৈলঙ্গাবাধ উত্তরে নেপাল পর্য্যন্ত তাবৎ দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ছাত্র অধিক

ইস্তক দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক লাগাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকেরা অধ্যয়ন করিতে আইসে। যখন বালকেরা আইসে তখন তাহারদিগের ব্যাকরণের পরীক্ষামাত্র লইয়া অধ্যয়নারম্ভ করান যায় এবং তাহার ব্যবস্থা এই যে আরম্ভাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবেক ইহার অধিক কাল কালেজে থাকিতে পারিবেক না। এবং প্রতিবৎসরে চারিবার ক্ষুদ্র২ পরীক্ষা হইবেক এবং বৎসরে একবার প্রধান পরীক্ষা হইবেক। সেই প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুত ব্রুক সাহেবের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে কোম্পানীর পল্টনীয় সাহেব লোক ও জিলাদার সাহেব লোক ও অন্য২ সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক। ও বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক সংপ্রদায়ের ক্রমে২ দুই২ ছাত্রে বিচার হইল অধ্যাপকেরা মধ্যস্থ থাকিলেন সাহেব লোকেরা শুনিতে লাগিলেন পাঁচ সংপ্রদায়ের পরীক্ষা হইলে শ্রীযুত কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ ও নানা রূপে জ্ঞানবান তিনি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সকলকে সাধুবাদ করিলেন ও উপযুক্ত মত পারিতোষিক দিলেন।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

চতুষ্পাটী॥—মোকাম বারানসের শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের স্থাপিত চতুষ্পাটীর দ্বিতীয় পরীক্ষা শ্রীযুত বুরুক সাহেবের বাটীতে ২২ দিসেম্বরে হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান লোক একত্র হইয়াছিলেন। এ চতুষ্পাটীর সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছে যেহেতুক গত বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাটীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাশী জন অধ্যয়ন করিতেছে এবং এই চতুষ্পাটীর রক্ষণার্থে তদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এবং এই পরীক্ষার সময়ে ৪৩৭৮ চারি হাজার তিন শত আটহত্তরি টাকা দিয়াছেন। পরীক্ষার পরে এক মোহর দুই মোহর তিন মোহর করিয়া ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক হাজার টাকা দিয়াছেন। এখন চতুষ্পাটীতে ১৭২ এক শত বাহত্তরি জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।

চতুষ্পাটীর ব্যয়ের কারণ এই২ লোকে টাকা দিয়াছেন।

আসামী	সনাত টাকা
বারানসের মহারাজ শ্রীযুত উদিন নারায়ণ ...	১০০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ সিংহ ...	৫০০
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের স্ত্রী ...	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মিত্র ...	২০০
শ্রীযুত বাবু মুকুন্দলাল ...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ ...	২০০
শ্রীযুত বাবু আলারক সিংহ ...	১০০

শ্রীযুত বাবু জানকীপ্রসাদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু হরকচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবন দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু নারায়ণ নায়ক পিত্তড়ি	...	২০০
তঞ্জাবুরের রাজার গুরু	.	১৪০
শ্রীযুত নায়ক সিংহ	...	২৬
মহাজন লোক	...	৭১২
		৪৩৭৮

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

(১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ধন ও মনোযোগের আনুকূল্যে মোং কলিকাতায় এক অপূর্ব্ব বিদ্যালয় হইবে সেখানে ব্যাকরণাদি নানাবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবেক। তাহাতে কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা ২১ আগস্তে বোর্ড রিবন্যুর এক প্রধান সাহেবকে ও এতদ্দেশীয় রীতিবর্ত্ম বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ভাবি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে তাহার পাণ্ডুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভবিষ্যদ্বিদ্যালয়ে কি কি বিদ্যা শিক্ষা হইবেক ও কত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন ও বিদ্যার্থিরদের ব্যয়ের কারণ কি রীতিতে ধন দেওয়া যাইবেক ও পুস্তক ক্রয়ার্থে কত টাকা ও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করণার্থ কত টাকা দিতে হইবেক এবং বিদ্যার্থিরা কি রীতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে ও তাহারদের বিদ্যার পরীক্ষা কিরূপে হইবে। এবং কোন স্থানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ ও তাহাতে কত ব্যয় এই সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়া লিখহ।

ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদের এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের যে পাণ্ডুলেখ করিয়া তাহারদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জ্ঞাত করা যাইতেছে।

ঐ বিদ্যালয়ে কেবল ব্রাহ্মণ বালকেরা অধ্যয়নযোগ্য তন্মধ্যেও দ্বাদশ বৎসর ন্যূনবয়স্ক যে২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য হইবেক এবং যাহারা পূর্ব্বে কৌমুদী ও কলাপ ও সারস্বত ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন তাহারাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য এবং যে২ বালক পূর্ব্বোক্ত ব্যাকরণ ও তদুপযোগি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা প্রথমতো মনোরমা

ও শব্দেন্দুশেখর দ্বিতীয় কাশী মিথিলাদি দেশ চলিত স্মৃতি তৃতীয় গৌড় দেশ প্রচলিত স্মৃতি শাস্ত্র চতুর্থ তর্ক পঞ্চম অলঙ্কার ও জ্যোতিষ ষষ্ঠ পুরাণ সপ্তম সাংখ্য অষ্টম বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন হইবেক।

শিক্ষক অধ্যাপক ও তাঁহাবা যে বেতন পাইবেন তাহার বিস্তারিত।

এক কবি ও আলঙ্কারিক ও এক অঙ্ক পণ্ডিত ও এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত ও এক তার্কিক ও এক জ্যোতির্বেত্তা ও এক পৌরাণিক ও এক সাংখ্যবেত্তা ও এক বৈদান্তিক ও এক বৈদ্যক বিজ্ঞ। ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা। পুস্তকরক্ষক এক জনের বেতন ৬০৲ টাকা। লিখিত গ্রন্থ শোধক দুই জনের ৮০ টাকা। এক মুহরির ও এক লেখকের ৪০ টাকা। এক দরবান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা। আর গ্রন্থক্রয়ার্থ প্রতিমাসে এক শত টাকা এবং প্রথমতো গ্রন্থ ক্রয়ার্থে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবেক ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান মোং বহু বাজারে নূতন রাস্তার নিকট স্থির হইয়াছে সেখানে ঘর প্রস্তুত হওয়াতে ব্যয় যাটি হাজার টাকা এইরূপ নির্দ্ধারিত বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবেরা কৌঁসিলে লিখিয়াছেন। এবং এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে দ্বাদশ বৎসরবয়স্কাবধি অষ্টাদশ বৎসরবয়ঃ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণবালক গ্রাহ্য হইবেক এবং দর্শন অধ্যয়ন করাইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কাবধি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী গ্রাহ্য হইবেক।

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০)

সংস্কৃত পাঠশালার নিয়ম।—শ্রীযুক্ত কোম্পানিব পাঠশালার বিদ্যার্থিরদের পঠনেব নিমিত্ত এই সকল নিয়ম হইয়াছে।

প্রথম। যে কোন বিদ্যার্থী পাঠশালাতে পডিবার ইচ্ছা কবিবেন তিনি বাব বৎসর বয়সহইতে আঠার বৎসব বয়সপর্য্যন্ত ব্যাকবণের পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পডিবার আজ্ঞা পাইবেন।

দ্বিতীয়। তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পডিয়া পরীক্ষা দিয়া যদি অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করেন তবে সেই শাস্ত্রেব অধ্যাপকেব নিকটে তিনি নিযুক্ত হইবেন যদি পরীক্ষা দিতে না পাবেন তবে তিনি পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

তৃতীয়। শ্রীযুক্ত কোম্পানির বিদ্যার্থিরদিগেব এবং বাহ্য বিদ্যার্থিরদিগের পরীক্ষা প্রতি বৎসর হইবেক।

চতুর্থ। নূতন ও প্রাচীন বিদ্যার্থিরা প্রথম পাঠেব দিনহইতে দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাইবেন।

পঞ্চম। যে বিদ্যার্থী অধিক পডিয়া পরীক্ষা সময়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিবেন তিনি যদি কোম্পানিব বিদ্যার্থী হন তবে প্রতি মাসে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা এবং তদ্ভিন্ন পরিতোষিক পাইবেন অন্য বিদ্যার্থিরা পারিতোষিক মাত্র পাইবেন।

ষষ্ঠ। যে বিদ্যার্থী তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন সেই সময়ে তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিবেন আর সেই সময়ে সেক্রটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসা পত্র ঐ বিদ্যার্থিকে দিবেন।

সপ্তম। যে বিদ্যার্থী প্রতি দিন নিরূপিত সময়ে না আসিবেন কিম্বা পণ্ডিতেরদিগের অনাদর করিবেন তিনি তৎক্ষণে পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

অষ্টম। বিদ্যার্থির শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত তাহাকে যাহা পড়াইবেন তাহাই তিনি পড়িবেন আপনার ইচ্ছানুসারে পড়িতে পারিবেন না।

নবম। বিদ্যার্থিরা যদি কিছু নিবেদন করিতে চাহেন তবে পণ্ডিতকে জানাইয়া করিবেন।

দশম। যে বিদ্যার্থী দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠশালাহইতে বাহির যাইবেন তিনি সেই সময়ে সেই শাস্ত্রের পণ্ডিত নামাঙ্কিত সংস্কৃতাক্ষর লিখিত এক প্রশংসাপত্র আর ইংরেজী অক্ষরে লিখিত সেক্রটরি সাহেবের হস্তাক্ষরাঙ্কিত এক প্রশংসা পত্র পাইবেন।

একাদশ। সকল বিদ্যার্থী আপন২ অধ্যাপকের নিকটে পড়িবেন অন্য পণ্ডিতের নিকট পড়িবার নিমিত্ত কখনো যাইবেন না।

দ্বাদশ। যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ও পাঠশালাস্থ আর২ ভৃত্যবর্গেরা সকলেই সেক্রটরি সাহেবের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

ত্রয়োদশ। বিদ্যার্থিরা তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া তাহার পর দুই বৎসরপর্য্যন্ত কাব্যালঙ্কার ও আর২ শাস্ত্র পড়িয়া তাহার পর এক বৎসরপর্য্যন্ত জ্যোতিষ পড়িয়া সপ্তম বৎসরে আপনার অভিলষিত শাস্ত্র পড়িবার নিমিত্তে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে নিযুক্ত হইবেন।

তারিখ ১ জানুআরি মার্গশীর্ষস্যামাস্যায়াম্।

হিন্দুকলেজ

(২৯ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৮ মাঘ ১২৩১)

ইংরাজী বিদ্যার পরীক্ষা।—১১ মাঘ শনিবার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগের ইংরাজী বিদ্যার সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

ঐ পরীক্ষাকালীন কালেজের প্রিসিডেণ্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ শ্রীযুত আই ই হারিণ্টন সাহেব ও শ্রীযুত ডাং উইলসন সাহেব প্রভৃতি অনেক মর্য্যাদান্বিত ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবলোক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকারপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক উপস্থিত ছিলেন।

এঁহারদিগের সম্মুখে শ্রীযুত জেনেরাল সেক্রিটারি সাহেবের দ্বারা পরীক্ষা হইল। আর্থগ্রেফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এষ্ট্রানামক খগোল বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক সকল পাঠ করিতে এবং তাহার যথাথার্থ ব্যাখ্যা করিতে যে বালক যেমত পারক হইল তাহাকে তদনুরূপ পারিতোষিক পুস্তক শ্রীযুত হারিংটন সাহেব দিলেন।

ঐ পরীক্ষা সময়ে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার উপকারার্থে ২০০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন ঐ টাকা তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা বিবেচনা পুরঃসর ব্যয় করিবেন।

সংপ্রতি এই বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ের লভ্য অতিসংক্ষেপ বোধ হইতেছে যেহেতুক বিদ্যা-শিক্ষোপযোগি দ্রব্যাদির অভাব হইয়াছিল এক্ষণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কৃপা ও সৌজন্য ও দাতৃত্বপ্রযুক্ত তাহার আর অভাব হইবেক না ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের সন্তানেরদের গুণ সমূহ হইতে পাবে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচার-পত্রহইতে নীত।)

(২৬ জানুয়ারি ১৮২৮। ১৪ মাঘ ১২৩৪)

হিন্দু কালেজ।—দুই সপ্তাহ হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা একত্র হইল পরে শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীমতী ও শ্রীযুত বেলী সাহেব ও অন্য২ ভাগ্যবান সাহেবলোকেরা ও মেমলোকেরাও তথাতে আগমন করিলেন। যদ্যপি ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত উইলসন সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক তাহারদের পরীক্ষা লইয়া তাহারদের পটুতা অপটুতার বিশেষ অবগত হইয়াছিলেন তথাপি ঐ ঘরে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ বালকেরদিগকে ভূগোল ও অন্য২ প্রকার প্রাচীন ইতিহাসের কতক জিজ্ঞাসা করা গেল এবং তাহারা এমত উত্তমরূপে তাহার উত্তর দিল যে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তেতে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাশের বালকের-দিগকে পারিতোষিক দিলেন।

বড় সাহেবের চৌকির পশ্চাদ্দিগে এক মেজের উপর পাঁচ ক্লাশের বালকেরা যে নানাপ্রকার লিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় নাটক শাস্ত্রের অনুসারে বাক্কৌশল করিতে লাগিল তাহাতে তাহারা ইংরাজি ভাষা এমত উত্তমরূপে উচ্চারণ করিল যে সকলেই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।

এই ইস্তেহামেতে বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। যে সাহেব লোকেরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা কহেন যে আমরা এই বালকেরদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

পূর্ব্বে ইংরাজেরা এমত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনারদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজি

শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তাবৎ আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জজ সাহেবের ভাষা নয় ও উকীলেরদের ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদীর ভাষা নয় এবং সাক্ষিরদের ভাষাও নয়। আমারদের বিবেচনায় এই হয় যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত। পূর্ব্বে তাহার এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালি লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না ও কহিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু সে বাধা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার হিন্দু কালেজে চারি শত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য২ ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে তাহারদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহারদের আটক হয় না। অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষা চলন হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার ফল দেখা যায় কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরদিগকে তাহার উদ্যোগ করা উচিত। কলিকাতাস্থ লোকেরদের উচিত যে তাঁহারা এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া ইংরাজি চলন হয় পরে যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অধিক উৎসাহ-পূর্ব্বক আপনারদের বালকেরদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাফল্য হইবে।

সভা-সমিতি

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২৭ ভাদ্র ১২২৬)

কলিকাতায় স্কুল সোসাইটীর ইস্তাহাম।—গত সপ্তাহে শনিবারে ২০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে পূর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ও চুচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক২ পত্র গিয়াছিল তাহাতে অনেক২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে সে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রাতিজন সরকারহইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত হইয়াছিল।

(২০ মার্চ ১৮২৪। ৯ চৈত্র ১২৩০)

স্কুলসোসৈয়িটী।—গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার টৌনহালে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে সভাপতি হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সভার লিখিত বিবরণ সকল পাঠ করিলেন।... ..

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সর আন্তনি বুলর সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব বাইস প্রেসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বেলি সাহেবের পোষকতারদ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত হের সাহেব কহিলেন যে লার্কিন্স সাহেব ও আর এক জন বাইস প্রেসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের পোষকতাদ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত বেলি সাহেব কহিলেন যে আগামি বৎসরের নিমিত্তে এই কমিটি অর্থাৎ সমাজ স্থির থাকুক ইংলণ্ডীয় কমিটির যে স্থান খালি হইয়াছিল শ্রীযুত ডাং জে হের সাহেব ও শ্রীযুত আদম সাহেব নিযুক্ত হইলেন এতদ্দেশীয় কমিটির স্থানে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ।

শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব কমিটি সাহেবেরদিগকে এবং সেক্রটরি শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে তাঁহারদের যোগ্যতা ও উদ্যুক্ততা এবং গত বৎসরের কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ ইত্যাদি নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।

অপর সোসৈয়িটীর তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও রামচন্দ্র ঘোষ ও দুর্গাচরণ দত্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসাদ দত্ত ইহারাও সমাজ হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

(৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১)

স্কুল সোসৈয়িটীর পরীক্ষা।—১৭ বৈশাখ বুধবার শোভাবাজারে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে ঐ সকল বালকেরদিগের এবং স্কুল সোসৈয়িটীর পটলডাঙ্গার কালেজের এবং আড়কুলির ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালার এবং স্কুল সোসৈয়িটিকর্ত্তৃক প্রেরিত হিন্দুকালেজের বালক সকল সমেত অনুমান তিন শত বালকের ছয় ক্লাস হইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত মেং সর আণ্টুনি বুলর ও শ্রীযুত মেং লারকিস ও শ্রীযুত মেং ব্রাকিয়র ও শ্রীযুত মেং ডাং হের ও শ্রীযুত মেং ত্রিএর্স ও শ্রীযুত মেং আদম ও শ্রীযুত মেং ডেবিড হার ও শ্রীযুত মেং লাসন ও শ্রীযুত মেং পেনি ও শ্রীযুত কাপ্তান বিটসন্ ও শ্রীযুত মেং ওয়াডিন ইত্যাদি অনেকং ভাগ্যবান সাহেব লোক ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক প্রভৃতি অনেকং ভাগ্যবান বাঙ্গালির সাক্ষাতে বালকেরদিগের পরীক্ষা হইল। তাহাতে বালকেরা যেরূপ পরীক্ষা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দিল তাহা দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন যে আমরা অনুমান করি এই সোসৈয়িটীর দ্বারা শিক্ষাতে বালকেরদের উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবেক। পরে সোসৈয়িটীর সেক্রটারি সাহেব বালকেরদের যথাযোগ্য অধিকং মূল্যের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রত্যেক জনকে পারিতোষিক ও মিষ্টান্নাদি সামগ্রী দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

(৮ জুলাই ১৮২০। ২৬ আষাঢ় ১২২৭)

কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার।—সংপ্রতি কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ে সাহেবলোকেরা এক সমাজ নিযুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন তদ্বিষয়ক এক পত্র ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফলের বিষয় ও ধারার বিষয় সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে।

সংপ্রতি এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ যে রীতি উত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল এবং সে সার কি প্রকার ভূমিতে কি প্রকারে দিলে ভাল হয় তাহাই স্থির করিবেন এবং কৃষিবিষয়ে উত্তম কৃষকেরদের পারিতোষিক দিবেন এবং জলযুক্ত স্থানের জল দূর করিয়া জল তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ না হয় এই২ সকল উপায় করিবেন এবং এক ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন এই২ রূপে তাঁহারা আপনারদের সংমিলিত জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন। অপর কোনো দেশের কৃষিবিদ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তমা হইতে পারে না ইহা কথন অত্যসঙ্গত যেহেতুক মনুষ্যের মধ্যে এমত কোনো বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে না পাবে এবং যে দেশেতে শত২ বৎসরাবধি কৃষিকর্ম্ম একই রূপে আছে তদ্রূপ দেশে তাহা কত অধিক বা উত্তমীকৃত না হইতে পারে অতএব আমরা ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।

অপর বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়া ভাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক এতদ্দেশে যে এক সমাজ নিযুক্ত করেন এ বিষয়ে অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব তৎকার্য্যসিদ্ধ্যর্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিয়া দেন তত দিনপর্য্যন্ত তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন এবং যিনি একেবারে চারি শত টাকা দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন। ঐ সমাজের ধারা এইরূপ হইলে ভাল হয় যে তাহাতে এক জন প্রধান এবং অধীন লোকদ্বয় নিযুক্ত হয় এবং সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর২ নিযুক্তকরণ উত্তম বোধ হয় অপর যে২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা এক২ মোহর করিয়া সেলামী দিবেন। অপর এই সমাজে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা নিযুক্ত হন এ বিষয়ও অতিবাঞ্ছনীয় যেহেতুক সমাজের প্রধান কার্য্য তাঁহারদিগের অধিকারের এবং প্রজারদের মঙ্গল জানিবেন অতএব তাঁহারা যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা কেবল নয় কিন্তু অন্য২ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সকল প্রকার পদস্থ হইতে পারিবেন ইহা অতিবাঞ্ছনীয়।

এখানে 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি'র কথা বলা হইয়াছে। ১৮২০ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডক্টর কেরী এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

(১৫ মার্চ ১৮২৩ । ৩ চৈত্র ১২২৯)

নূতন চিকিৎসক সভা ॥— ১ মার্চ শনিবার কতক চিকিৎসক সাহেবেরা একত্র হইয়া স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতা শহরের মধ্যে এমত এক সোসয়িটী স্থাপন করা যাইবে তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তর হের সাহেব ঐ সোসয়িটীর অধ্যক্ষ হইবেন ও শ্রীযুত ডাক্তর আদম সাহেব লেখক হইবেন এবং এক পুস্তকালয় করা যাইবেক ইহার অন্তঃপাতি এক২ সাহেব ঐ বিষয়ের এক২ মাসের খরচ দিবেন।

এই সভা সম্বন্ধে ডব্লিউ এইচ কেরী লিখিয়াছেন :—"The Calcutta Medical & Physical Society was instituted in March 1823, Dr. James Hare was the first president and Dr. Adam, secretary The society's *Journal* was published for many years under the editorship of Drs. Grant, Corbyn and others." (*Good Old Days of Honble John Company*, i. 420.)

স্ত্রীশিক্ষা

(২৭ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ১৩ পৌষ ১২৩০)

পরীক্ষা ।— ১৯ দিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকারদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে অনেক২ সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন তাহারা বাঙ্গালি বালিকাবদের পাঠ শ্রবণ করিয়া ও শিল্প কর্ম্ম দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন পরীক্ষা হইলে পর প্রত্যেক বালিকা এক২ কাপড় ও কেহ এক টাকা ও কেহ আট আনা ও কেহ চারি আনা এই ধারানুসাবে সকলে পারিতোষিক পাইয়াছে ও কতক কমলা সন্দেশ ঐ সকল বালিকারা পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়াছে। এই পবীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৮ পৌষ ১২৩২)

পরীক্ষা ॥—২৩ দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরানা গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী মিস আমহার্ষ্ট ও শ্রীশ্রীযুত লাড বিসোপ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীপ্রভৃতি এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব ও অন্য২ অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বহাদুর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বিশেষ লিখনে অসমর্থ হইলাম যেহেতুক দর্পণে স্থানাভাব।

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ঐ পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বিবি সাহেবেরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়া শাদা বস্ত্রের উপর

রেশম দ্বারা এইরূপ অক্ষর করিয়াছিলেন যে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল রাজা বৈদ্যনাথের প্রতি হউক। সেই লিখিত বস্ত্র লইয়া শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ্ সাহেব স্বয়ং উঠিয়া মহারাজকে দিয়া সম্ভ্রম করিলেন অপর সকলে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

(১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০)

পরীক্ষা।— ৫ এপ্রেল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানা-প্রকার ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।

পণ্ডিতদের কথা

(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।—সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

(২ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ১৯ ভাদ্র ১২২৭)

মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরামদুলাল চূড়ামণির এক পুত্র উন্মত্ত আছে…।

(২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮)

…সদর দেওয়ানী অদালতের জজ শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত চিত্রপতি ওঝা… তিনি মৈথিল পণ্ডিত অতএব তদ্দেশীয় ব্যবস্থাতে অতিনিপুণ…।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯)

মরণ॥— ৩ সেপ্তম্বর করনল উইলফোর্দ সাহেব মোং বানারসে লোকান্তরগত হইয়াছেন এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরলোক হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় বিদ্যার্থীরদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এই বিজ্ঞ সাহেব বহু দিবসাবধি এতদ্দেশীয় বিদ্যাতে ও প্রাচীন ইতিহাসাদিতে অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং আসিয়াটিক সোসয়িটীর আরম্ভাবধি তিনি তাহার এক অংশী ছিলেন এবং ঐ সোসয়িটীর অভিপ্রেত কর্ম্মের সাহায্য করণেতে অতিশীঘ্র খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানেতে ও বিদ্যাবিষয়ে অশেষ পরিশ্রম করণেতে সর উলিয়ম জোন্স সাহেবকর্ত্তৃক অতিসম্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার বড সাহেব ওয়ারণ হেষ্টিংস বাহাদুরের সহায়তাতে তিনি আপন পরমায়ু বিদ্যা চচাতে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি উৎসাহের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এমত পরিশ্রমের প্রশংসা প্রায় সর্ব্বত্র ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মধ্যে প্রকাশিত আছে এবং অতিজ্ঞানি লোকেরাও তাঁহার কৃত গ্রন্থের প্রমাণ মান্য করেন।

(১৫ মাচ ১৮২৩ । ৩ চৈত্র ১২২৯)

মরণ।—৭ মাচ শুক্রবার বৈকালে দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরের মিসনহৌসে পাদরি উলিয়ম ওয়ার্দ সাহেব চৌয়ান্নবৎসরবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল। তাহাকর্ত্তৃক রিউ অফ হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু লোকের সকল ইংরাজীতে তর্জমা হইয়া এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি আর২ অনেক পুস্তক তর্জমা করিয়াছেন। এই খ্যাত লোক ১৭৯৯ সালের আকুটোবর মাসে প্রথম শ্রীরামপুরে আইলেন তদবধি তাঁহার তাবৎ জীবন কাল তিনি কেবল এই প্রধান কর্ম্মে অর্থাৎ এদেশে খ্রীষ্টীয়ানের মত প্রকাশের চেষ্টাতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমেতে ও পুস্তক রচনা করাতে ইউরোপে ও আমেরিকাতে এবং হিন্দুস্থানে খ্যাত ছিলেন এই সময় তাঁহার গুণ অধিক বর্ণন করাতে কিছু লাভ নাই কিন্তু তিনি আপনার তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এমত সুন্দর রূপে সিদ্ধ করিলেন যে তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় ছিলেন। এই জ্ঞাত হওয়া যথেষ্ট যে তিনি অতিসুশীল লোক ছিলেন এবং রিফ্লেক্সিয়ান্স আন দি ওয়ার্ড অফ গাড অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ নামে এক ইংরাজী পুস্তক তিনি শেষে করিয়াছেন দুই মাস হইল এই গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা পূর্ণরূপে জানা যায় যে কোন উনইহইতে সে উৎপন্ন হইল। এমন সুস্বভাবশালি লোকের কারণ অধিক শোক হয়। তাঁহার সকল জীবদবস্থাতে এই মানস ছিল যে আমার জীবৎ থাকা খ্রীষ্টের নিমিত্তে ও মরণ লাভ।

(৬ মার্চ ১৮২৪ । ২৪ ফাল্গুন ১২৩০)

শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক পৌত্র ও এক পৌত্রী এবং বাটীর এক দাসী এই কএক জনের

১৬ ফাল্গুন দিনে ওলাউঠা হওয়াতে প্রাতঃকালাবধি প্রভাতপর্য্যন্ত একেং সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

(১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩)

বাঁশাইনপাড়ার সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মাহেশের টোলেতে কতকগুলিন কদলীবৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবৃক্ষহইতে এক মোচা নির্গত হইয়া তাহাতে ৮৬ ছড়া কাঁচকলা হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফল ভরে নিম্নমুখ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া তদ্ভঙ্গাশঙ্কায় বংশদ্বারা তদ্ভঙ্গ রহিত করিয়া ঐ বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

(২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫)

পণ্ডিতের সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্তি।—আমরা শ্রুত হইলাম যে সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ৺ রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমন হইয়া তৎপদপ্রাপ্ত প্রত্যাশায় অনেক পণ্ডিত অর্থাৎ প্রায় ২৫ জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ তাবতের প্রতি পরীক্ষা দিতে অনুমতি হইয়াছিল তদনুসারে কালেজকমিটির সাহেবেরা গত ১৬ মাঘ বৃহস্পতিবারে পরীক্ষাহেতু পণ্ডিতেরদিগের প্রতি ৭ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকলেই তাহার উত্তর লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত রামতনু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত জগমোহন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য যে উত্তর লিখিয়াছিলেন তাহাই সদুত্তর হওয়াতে ঐ তিন জন পণ্ডিত কালেজকমিটির সাহেবেরদিগের কর্তৃক গত ২৯ ফাল্গুন বুধবার সর্টিফিকট অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে ঐ পদ কাহার হয় তাহা বলা যায় না কিন্তু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনেক পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহারা অনুমান করেন যে ঐ কর্ম্ম তাঁহার হওনের সম্ভাবনা এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে মনু মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ কণ্ঠস্থ সম্প্রতি এমত অত্যল্প সম্ভবে।

বিবিধ

(৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আষাঢ় ১২২৯)

চিকিৎসা॥—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পল্টনের মধ্যে সর্ব্বদা একং জন বাঙ্গালি জ্ঞানবান চিকিৎসক থাকিবার আবশ্যকতা আছে কিন্তু তেমন চিকিৎসকের অভাবপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে শহর কলিকাতায় এক পাঠশালা স্থাপিতা হয় এবং ঐ পাঠশালাতে এক জন বিজ্ঞ ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের অধীন বিশ জন হিন্দু কিম্বা মুসলমান বিদ্যার্থী থাকিবে। যাহারা এই পাঠশালায় নিযুক্ত হইবেক তাহারা পারসিয়ান

কিম্বা নাগরি অক্ষর ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা ভালমত জানিবে এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সের অধিক আটার বৎসর বয়েসের কম নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহারা ঐ সাহেবের অধীন থাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। ইহারা যখন পাঠশালায় নিযুক্ত হইবে সেই অবধি করিয়া পোনর বৎসরপর্য্যন্ত তাহারা শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে কিন্তু ঐ কালের মধ্যে এই কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারিবে না। পোনর বৎসরের পরে যদি যুদ্ধাদি উপস্থিত না থাকে তবে বাসনামত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে। বিদ্যার্থীরা এক্ষণে আট টাকা করিয়া মাস খোরাকী পাইবে কিন্তু কর্ম্মোপযুক্ত হইলে কোন জিলাতে কিম্বা পল্টনেতে কর্ম্ম পাইবে তখন ইহারদের মাহিয়ানা স্থির থাকিবার সময় কুড়ি টাকা ও পল্‌টন কুচের সময় পচিশ টাকা হইবে। যদি তাহারদের ব্যবহার ভাল হয় তবে সাত বৎসর অন্তরে পাঁচ২ টাকা করিয়া মাহিয়ানা অধিক পাইবে। এই কারণ শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেব আট শত টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইলেন এবং ষাটি টাকা দরমাহাতে এক জন মুন্সী নিযুক্ত হইবে ও এক জন কেরাণী ত্রিশ টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইবে ও পাঁচ টাকা মাহিয়ানাতে এক জন পেয়াদা নিযুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন যে খরচখরচা লাগিবে তাহা কোম্পানি বাহাদুর বিবেচনাপূর্ব্বক দিবেন। এই সকল বিদ্যার্থীরা শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেবের অধীন থাকিবে বটে কিন্তু ইহারা কোম্পানির চিকিৎসালয়ে ও রাজ চিকিৎসালয়ে ও দরিদ্রেরদের কারণ চন্দনিচকের চিকিৎসালয়ে ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তরখানায় কর্ম্ম শিক্ষা করিবেক। ইহারা রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা ও ঔষধ নির্ম্মাণবিদ্যা শিক্ষা করিবেক। ইহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দোষ হইলে পল্‌টনের সিফাহিরদের ধারামত তাহার বিচার হইবেক।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ৯ ফাল্গুন ১২৩১)

নূতন সোসৈয়িটী।—ইউরোপীয় লোকেরদেরহইতে এতদ্দেশীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত লোকেরা পূর্ব্বাবধি কেরাণীগিরি প্রভৃতি লেখাপড়ার কর্ম্মে প্রতিপালিত হইতেছিল কিন্তু দিনে২ তাহারদের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে তৎকর্ম্মে তাহারদের সকলের প্রতিপালন হওয়া কঠিন বোধ হইতেছে পরে আরো হইবেক যেহেতুক লোকবৃদ্ধ্যনুসারে কর্ম্ম বৃদ্ধি নাই। কলিকাতাস্থ লোকেরা এই বিবেচনা করিয়া তাহারদের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার্থে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে কল্পনা করিয়াছেন তাহা হইলে তাহারদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তৎকর্ম্মের অল্পতা নাই এবং তাহাতে অনায়াসে তাহারদের প্রতিপালন হইতে পারিবেক। এই বিষয় বিবেচনা করিবার কারণ গত বুধবার কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং প্রথম দিবসেতেই ৯৫৭৫ টাকা চান্দা হইয়াছে। শ্রীযুত হারিণ্টন সাহেব ঐ সভাতে প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ মহাশয় বিদ্যাবিষয়ে দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে রাজপ্রসাদে পারিতোষিকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং

(২৫ অক্টোবর ১৮২৮। ১০ কার্ত্তিক ১২৩৫)

ভবানীপুরের ইস্কুল।—মোং ভবানপুরে একটা ইংরাজি ইস্কুল অর্থাৎ পাঠশালা আছে এই পাঠশালার ছাত্রদিগের পাঠের পরীক্ষালওনহেতুক কএক জন সাহেব গমন করিয়া তাহারদিগকে কএক বিসয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বিলক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এই পাঠশালাতে প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ছাত্র পাঠ করে ইহারা সকলেই ইংরাজি পড়ে এবং এই পাঠশালার তাবৎ খরচ পত্র এক ব্যক্তি মহৎ বাঙ্গালি করেন তাঁহার নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু ইহার এ মহৎ কর্ম্মে সকলেই প্রশংসা করিবেন। ইহা প্রকাশের পরে ইনডিএ গেজেটসম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন যে এতদ্দেশের ধনাঢ্য লোকেরা এরূপ উত্তম কর্ম্ম না করিয়া সতত নাচ ও রাগ রঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করেন কিন্তু সে ব্যয়ের নাম যখনকার তখনি থাকে কিন্তু এরূপ উত্তম ও পরোপকারক কর্ম্মে ব্যয় করিলে তাঁহার নাম চিরস্মরণে থাকে।

ঐ সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা মান্য বটে কিন্তু আমবা জ্ঞাত আছি যে এতদ্দেশীয় বড় মানুষ মহাশয়েরা যেমত নাচপ্রভৃতি আমোদে ব্যয় করিয়া থাকেন তদনুরূপ ইহারা বিদ্যাভ্যাসপ্রভৃতি আর২ নানা উত্তম কর্ম্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে। সং চং

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

পরমার্থচর্চ্চালয়।—আমরা শুনিলাম খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত কিশোরীমোহন গোস্বামী এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবেন তাহার নাম পরমার্থচর্চ্চালয় স্থির করিয়াছেন সেই আলয়ে বেদ পুরাণোপপুরাণ তন্ত্র ও গোস্বামিরদিগের সংগৃহীত হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন হইবেক উক্ত শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের মাসিক পারিতোষিক এবং ছাত্রদিগেব আহারাদি গোস্বামী নিজহইতে দিবেন শুনা গেল পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রের ন্যূন থাকিবেক না পণ্ডিতের এবং ছাত্রেরদিগের গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিমাসে দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক ইহার ন্যূন কোন মতেই হইতে পারিবেক না বরঞ্চ অধিক বোধ হয় যাহা হউক এসম্বাদে আমবা চমৎকৃত হইলাম যেহেতু গোস্বামিজীউর ভিক্ষোপজীবিকা কি প্রকারে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিতে পারি না মনে করি ধনি শিষ্যাদি দ্বারা ইহার উপায়ান্তর স্থির করিয়া থাকিবেন যাহা হউক এই উত্তম কর্ম্মে তেঁহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা নির্ব্বিঘ্নে চিরস্থায়ি থাকুক এজন্য আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভসম্বাদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। সং চং

সাহিত্য

সাহিত্য ও ভাষা

(১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২)

ভাষা ।।—সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপ দেশে এক ব্যক্তি অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে ৩০৬৪ তিন সহস্র চতুঃষষ্টি-প্রকার ভাষা চলিতা আছে। তাহার মধ্যে ইউরোপে ৫৮৭ পাঁচ শত সাতাশীপ্রকার এবং আসিয়াতে ৬৩৭ ছয় শত সাঁইত্রিশ প্রকার এবং আফ্রিকাতে ২৭৬ দুই শত ছেহত্তরিপ্রকার ও আমেরিকাতে ১২৬৪ বার শত চতুঃষটি প্রকার।

(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫)

এই মহারাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে বহুবিধ সমাচারপত্র প্রচারপ্রযুক্ত স্বদেশীয় বা বিদেশীয় তাবৎ লোকের পরমোপকার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে যেহেতুক ধনি লোক অত্যল্প ব্যয়দ্বারা প্রতিসপ্তাহে নানা সম্বাদাবগত হইয়া বিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন যদ্যপি অন্য লোক মূল্য প্রদানদ্বারা পত্র গ্রহণের পাত্র হইতে না পারেন তথাপি পত্রগ্রাহক ধনিরদের আশ্রয়েতে প্রায় প্রতিসপ্তাহে তত্তৎ পত্রার্থাবগত হইয়া বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহারদের অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপপূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ার ধারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এবং ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ। ইত্যাদি নানাপ্রকার এই সমাচারপত্র দ্বারা লোকের মহোপকার হইবার সম্ভাবনা বটে। কিন্তু তত্তৎ-পত্রপ্রকাশকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাবে বিপরীত ফল সম্পত্তি হইতেছে। তদ্বিবরণ বিজ্ঞ মহাশয়েরা যে২ পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে বর্ণ ভেদে কর্ণ ভেদ করে এবং পদাদি বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং ছাপা দোষ ছাপা রহে না ও যত্বণত্বের তত্ত্বও পাওয়া ভার অথচ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরা তত্তৎ পত্র অতিপবিত্র বোধ করিয়া নিজ২ বালকেরদিগকে তদনুসারে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে শিক্ষা দেন এবং আপনারাও তদনুসারে অভ্যাস করেন। আরো শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই২ পত্র প্রমাণত্বে উপন্যস্ত করেন অতএব এই মহোপকারক সমাচারপত্র সদোষ হইলে তৎপত্রদৃষ্টে শিক্ষিত লোকেরদের

কুসংস্কার যুগ সহস্রেতেও লুপ্ত হইতে পারে না সুতরাং হিতে বিপরীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়াছে।

অতএব বিনয়পূর্ব্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্ব্বক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগ্‌দর্শি লোকদ্বারা নিজ২ পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পারে যেহেতুক শুদ্ধ বর্ণদ্বারা নীচবর্ণও লব্ধবর্ণ হয় এবং বর্ণ সংস্কারব্যতিরেকে সুবর্ণেরও বর্ণমালিন্য হয়।

এবং অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত নূতন ও পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয়দ্বারা স্বার্থসিদ্ধ করিতেছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দোষপ্রযুক্ত সে অনেকের মূর্খতার কারণ হইতেছে অতএব যে মহাশয় যখন যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে আপনার সম্ভাবিত উপকার হয় এবং পরেরও উপকার হইতে পারে কিমধিকমিতি।

কস্যচিৎ পত্রগ্রাহকস্য।

নূতন পুস্তক

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮)

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই২ পুস্তক ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য এই।

সংস্কৃত ॥

ইংরেজী সমেত রামায়ন প্রথম ভাগ	..	৩০ টাকা
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	...	ঐ
ঐ তৃতীয় ভাগ	..	ঐ
ইংরেজী সমেত অমরকোষ ছাপা হইতেছে		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	.	৪ টাকা
সাংখ্যসার	...	৬ ঐ

বাঙ্গালা ॥

শ্রীযুত কেরি সাহেবকৃত ইংরেজীসমেত ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
বাঙ্গালা ডেক্সনরী প্রতিনম্বর	...	৫ ঐ
ইংরেজী বাঙ্গালা কালাকুইস	...	৪ ঐ
বত্রিশ সিংহাসন	...	৫ ঐ
হিতোপদেশ তৃতীয়বার ছাপা হইতেছে।		
রাজাবলী	...	৫ ঐ
দিগ্‌দর্শন ১২ ভাগ	...	৬ ঐ
গোলাধ্যায়	...	২ ঐ

সমাচার দর্পণ প্রতিসপ্তাহে	...	।০ আনা
ইংরেজীসমেত কর্ণাট ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
ইংরেজীসমেত পঞ্জাবী ব্যাকরণ	...	৪ ঐ
ইংরেজীসমেত তৈলঙ্গ ব্যাকরণ	...	৫ ঐ
ইংরেজীসমেত ব্রহ্মা ব্যাকরণ	...	৬ ঐ
গুরুদক্ষিণা	...	১
বিল্বমঙ্গল ভাষা সংস্কৃত	...	৸০
কর্ম্মলোচন ঐ	...	॥০

(১৯ মার্চ ১৮২৫। ৭ চৈত্র ১২৩১)

শ্রীযুত হপ সাহেবকৃত এক বর্ম্মা ডেকসিয়ানরি অর্থাৎ অভিধান শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া ১০ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইবেক।

ঐ পুস্তকের ক্রম এই যে প্রথম ইংরাজী অক্ষরে কথা তাহার দক্ষিণে ইংরাজী অক্ষরে বর্ম্মা কথার উচ্চারণ ও তাহার দক্ষিণে বর্ম্মা অক্ষরে ব্রহ্মদেশীয় কথা ঐ পুস্তকের পত্রসংখ্যা চারি শত পৃষ্ঠার কিছু অধিক হইবেক তাহার মূল্য দশ মুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে।

(৯ জুলাই ১৮২৫।২৭ আষাঢ় ১২৩২)

অমরকোষ।—পূর্ব্বে কোলব্রুক সাহেব ইংরাজী অর্থের সহিত অমরকোষ গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন সেই গ্রন্থ কালক্রমে দুর্ল্লভ হওয়াতে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ক্ষুদ্র নাগরী অক্ষরে ইংরাজী অর্থের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে যদি কেহ তাহা লইতে বাসনা করেন তবে দ্বাদশ মুদ্রাতে পাইতে পারিবেন।

কপিলদেবকৃত সাংখ্যসূত্র সটীক নাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য ছয় টাকা।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২)

নূতন পুস্তক॥—শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের আদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড শ্রীযুত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইয়া সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। পুস্তকের পরিমাণ আকটেবো পেজের ৪৩ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ও পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য আট আনা স্থির হইয়াছে যদ্যপি কাহার ঐ পুস্তক গ্রহণেচ্ছা হয় তবে কলিকাতায় চন্দ্রিকাযন্ত্রে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।……

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ২৭ ভাদ্র ১২৩২)

কাশীর নক্শা। শ্রীযুত প্রিনসেপ সাহেব কাশীধামে গমনপূর্ব্বক ঐ স্থানের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি ও অট্টালিকা এবং কাশীতলবাহিনী গঙ্গাপ্রভৃতির নক্শা করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে পাথুরীয়া ছাপাখানাতে ঐ নক্শা ছাপা হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার প্রত্যেক নক্শার মূল্য ১২ বার টাকা। যদি কেহ ঐ নক্শা ক্রয় করিতে বাসনা করেন তবে কলিকাতায় বাঙ্গাল হরকরা আপিসে গেলে পাইতে পারিবেন।

(১৫ অক্টোবর ১৮২৫। ৩১ আশ্বিন ১২৩২)

নূতন ছবি ॥—কলিকাতার পাথরীয়া ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত গঙ্গানদীর এক নক্সা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয় তীরে যত গ্রাম আছে সে সকল তাহাতে লিখিত আছে এতদ্ভিন্ন যেখানে যত খাল কিম্বা নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলে সে সকল স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ঐ নক্সার উপর উত্তমরূপে রং দেওয়া গিয়াছে ইহারদ্বারা পথিক লোকেরদেব যথেষ্ট উপকার হইবেক।

(২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫)

রাস্তার নক্সা।—গত মাসের মধ্যে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানাহইতে ভারতবর্ষের তাবৎ রাস্তার নক্সার একখান পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকে পৃথক২ এক শত একবিংশতি রাস্তার নক্সা আছে এবং তাবৎ রাস্তার পরিমাণ এইমত নিশ্চিতরূপে লিখিত হইয়াছে যে তাহা হস্তে থাকিলে কোন ব্যক্তির অনর্থক ভ্রমণ করিতে হয় না।

(৩ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

নূতন পুস্তক ॥—সম্প্রতি কলিকাতার ছোট আদালতের এক জন জজ শ্রীযুত সি কে বারিসন সাহেব গৃহগ্রন্থনবিষয়ে এক নূতন পুস্তক করিয়াছেন তাহাতে গৃহগ্রন্থনের ক্রম ও স্তম্ভের উচ্চত্ব ও স্থূলত্ব এবং কুঠরি করিবার ধারা ও কোন স্থানে কেমন ক্ষুদ্র কুঠরি করা যাইতে পারে এবং কিসেতেই বা শোভা হয় এ সকল বিবরণ তাহাতে আছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালি লোকেরা কিরূপে ঘর করিয়া থাকেন এবং তাহার ক্রম কেমন ও কোন দিগে কেমন প্রকোষ্ঠ করিলে শোভা হয় তাহার বিশেষ২ নক্শা করিয়াছেন। ঐ পুস্তক তিন ভাগে সমাপ্ত হইবেক তাহার মধ্যে প্রথম ভাগ আগামি মাসে প্রকাশিত হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ভাগের মূল্য আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকদ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তাঁহারা ঐ পুস্তক দেখিয়া ইউরোপীয় ধারানুসারে সুন্দররূপে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

(১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২)

বিজ্ঞাপন ॥ সর্ব্বগুণগ্রাহকের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় অনেক২ পণ্ডিতকর্ত্তৃক নানাপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ সাধুভাষাতে তর্জ্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিষয়ি লোকেরদেরও নানাপ্রকার উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে যাহা হিন্দুলোকের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অর্থাৎ তিথিতত্ত্ব তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিতকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই অতএব জনপদের উপকারার্থে ঐ তিথিতত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্বের ব্যবস্থা সকল এবং তিথিবিশেষ বিহিতকর্ম্ম সকল সাধুভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি। ভরসা যে এই গ্রন্থ সভ্য লোককর্ত্তৃক অবশ্য গ্রাহ্য হইবেক যেহেতুক বিষয়ি লোক যাঁহারা সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে ব্যগ্র অথচ দৈব পৈতৃক কর্ম্মানুষ্ঠানে রত তাঁহারা এই গ্রন্থদৃষ্টে ব্রতোপবাস পূজা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। যদি গ্রন্থ গ্রাহ্য হয় তবে ইহার নাম তিথিকর্ম্মপ্রকাশ দেওয়া যাইবেক।

এই গ্রন্থ অনুমান ১৫০ দেড় শত পৃষ্ঠা হইবেক ছাপার ব্যয়ের কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ৩ তিন টাকা নিরূপিত করা গিয়াছে অতএব যাঁহার যত গ্রন্থের প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় নীচে স্বাক্ষরকারির নিকট আপন নাম ও নিবাসসমেত সমাচার পাঠাইবেন পরে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরণ করা যাইবেক।

শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মণঃ।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

বিজ্ঞাপন।—বহুকারণপ্রযুক্ত বহুকাল জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ জ্যোতিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল পুনর্ব্বার সকলকার উপকার এবং প্রত্যক্ষতার নিমিত্তে বহুতর আকুঞ্চন ও বহুবিধ গ্রন্থের অনুশীলন এবং বহুদেশীয় জ্যোতির্জ্ঞের মতের একত্রীকরণপূর্ব্বক যাহা ফলের সহিত ঐক্য হইল তাহার মধ্যে আদৌ জাতকোষ্ঠী প্রকরণে জ্যোতিষের প্রথম আভার প্রথম কিরণে পরমায়ুঃ প্রকাশ নামক এক গ্রন্থ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের সুগম বোধার্থে গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ৭২ বাহাত্তর আকটেবো পেজে স্বকীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিতপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে সকলেই পরমায়ুঃ সংখ্যাকাল যথার্থরূপে জানিতে পারিবেন।

(১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩)

শাস্ত্র সর্ব্বস্বনামক গ্রন্থ। প্রকাশার্থে অনুষ্ঠান।—ভারতবর্ষের মধ্যে যখন হিন্দুরদিগের রাজ্যাধিকারিত্ব ছিল তখন তাবৎ শাস্ত্র দেদীপ্যমান ও তদধ্যয়নাধ্যাপনাকারিদিগের তদ্বিষয়ে মনোযোগের এবং ঔৎসুক্যের আধিক্য ছিল তদনন্তর তদ্রাজ্য উচ্ছিন্ন হইলে পর যবনেরদের আধিপত্য হওয়াতে বিদ্যার প্রায় লোপ হইয়াছিল এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের তত্তদ্বিষয় সংস্থাপনার মনোযোগ রূপ প্রভাত প্রকাশ হইবাতে এবং রাজার আনুকূল্যেতে অনেকের বিদ্যাভ্যাস হইতেছে

এবং বিদ্যা বিষয়ে অনেকের সাধারণ যত্ন ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে এবং মুদ্রাযন্ত্রালয়ের বাহুল্য হওয়াতে অনেক২ পুস্তক সংগ্রহ হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে প্রায় যাবনিক ও অন্য ভাষাহইতে উদাসীন কথা ও বিষয় মাত্র সংগৃহীত সে কেবল বালকেরদিগের শিক্ষার্থে।

স্বদেশীয় শাস্ত্রের স্বজাতীয় ভাষায় প্রাচীন কাশীদাসী পাঁচালি আর তত্তুল্য কয়েক খানি পুস্তক দেখিতেছি সংপ্রতি যেরূপ সময় ও তত্তৎ আকর গ্রন্থের সমাধান হইয়াছে তদুপযুক্ত কোন গ্রন্থ সংগ্রহ দেখা যায় না ও সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞাত বিষয়ি লোকেরদিগের পাঠার্থে সমাচারের কাগজ আর উদাসীন ভাষায় তদ্দেশীয় বিবরণ ব্যতীত কোন সংগ্রহ নাই এমত ব্যক্তিরদিগের অল্পায়াসে তদুপকার হয় এ বিষয় বহুকাল ও ব্যয়সাধ্য এক ব্যক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া সুদুষ্কর অতএব বিবেচনা করা গেল যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের মূলবেদ তাহার ফলিতার্থ মহর্ষি বেদব্যাস সংগ্রহ করিয়া পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল২ বিবরণ সকল সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ হইলে ভাল হয় অর্থাৎ আপনারদিগের যাহা আবশ্যক জানা উচিত হয় এমত যত বৃত্তান্ত তাহার কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে লেখা যাইতেছে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি ব্রহ্মসৃষ্টি দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি অবান্তর যুগাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম মন বংশাবলী গ্রহ নক্ষত্র লোকপালাদি সূর্য্য চন্দ্র বংশাবলী ও তত্তৎকীর্ত্তি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণ এবং তাহারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ব্যবহার আচার কত প্রকার বা সংস্কার বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দেশ নির্ণয় তীর্থস্থান পীঠস্থান ভগবান্ পরমেশ্বরের অবতার ও তৎপূর্ব্ব কারণ উপাস্য দেবতা উপাসনা ভেদ কথন রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহাপুরুষাদির বিবরণ রাজারদিগের বিবরণ অষ্টাদশ বিদ্যা বর্ণন স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরিমাণ ও নাম আর কোন২ শাস্ত্র কোন২ দেশে প্রচলিত তদ্বিবরণ বৈদ্যক শাস্ত্রের স্থূলবিবরণ দ্রব্যগুণ ইত্যাদি স্থূল২ এই এক২ প্রকরণের মধ্যে অনেক২ প্রকরণ অবস্থান করিবেন তাহাতে তাবৎ গ্রন্থের যে পরিমাণ এক্ষণে নিশ্চিত করিতে পারা গেল না কিন্তু ছোট পত্রের এক শত ১০০ পৃষ্ঠাতে ঐ গ্রন্থের এক২ সংখ্যা ৪ চারি সংখ্যা হইলে এক পুস্তক হইবেক অতএব শুদ্ধছাপার ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে প্রতি সংখ্যার ২ দুই টাকা আর ঐ এক ভাগ অর্থাৎ ৪ চারি সংখ্যার মূল্য আট টাকা স্থির করা গেল।

এতদ্দেশীয় স্বধর্ম্ম সংস্থাপক প্রতিপালন এতদ্বিষয় সম্পাদক মহাজন সমাজে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যাঁহার গ্রন্থ গ্রহণে বাসনা হয় তিনি চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে অথবা এই গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের নিকট সংস্কৃত কালেজে বা কোম্পানির কালেজ বারিকে আপন নাম ও গ্রন্থের সংখ্যা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংপূর্ণ হইলে পাইবেন ইতি। ১২ শ্রাবণ ১২৩৩ সাল।

(৩০ ডিসেম্বর ১৮২৬। ১৬ পৌষ ১২৩৩)

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার বহুপরিশ্রমপূর্ব্বক সংস্কৃত বাঙ্গলা পারসি আরবি ও ইংরাজি লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষার প্রচলিত প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের

ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহার পত্রসংখ্যা ১৫০। ও মূল্য ৩ টাকা। যাহার আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে সম্বাদ দিলে পাইতে পারিবেন।

(১৫ জুলাই ১৮২৬। ১ শ্রাবণ ১২৩৩)

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।—শহর শ্রীরামপুরের কালেজের ছাত্রেরদের পাঠার্থে বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ঐ কালেজের পণ্ডিতকর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বারা বিষয়ি লোকেরদের অনেক উপকার দর্শিবেক যেহেতুক ইহার প্রথম সংস্কৃত সূত্র পরে তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় অতি স্পষ্ট হইয়াছে ইহাতে সকলেই অনায়াসে অর্থবোধ কবিতে পারিবেন।

(৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩)

আগামি বৎসরের নবপঞ্জিকা।—বিজ্ঞবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি বৎসরের... ১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছে তাগার বিশেষ লিখিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক চন্দ্রিকা যন্ত্রে নির্ম্মিত পঞ্জিকা যে প্রকার হইয়া থাকে তাহা প্রায় অনেকে বিদিত আছেন তথাপি অজ্ঞাত ব্যক্তিবদিগের বিজ্ঞাত করণ কাবণ স্থলবিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপাধিপতিব অভিমতা পঞ্জিকা প্রতিদিনের বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনানন্তর যে দিন যে যে কর্ম্ম শুভাশুভ ও বিধি নিষেধ স্থির করা আছে বিশেষতঃ যে যে রাশির শুভ তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিত হইয়াছে অপব জ্যোতিষ গণনাব বহুতর ব্যাপার * * * আছে এ সকল এমত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচনা হইয়াছে যাহা পাঠ করিবামাত্র অনায়াসে সকলেরি বোধগম্য হয় ইহা ভিন্ন কলিকাতাস্থ অধ্যাপকের নাম ও ডাকেব মাসুল ইত্যাদি নানাপ্রকরণ আছে এই বাহুল্য পঞ্জিকার মূল্য এক টাকামাত্র যাঁহার গ্রহণে বাঞ্ছা হয় তিনি ঐ যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ পাইবেন।

(১৪ এপ্রিল ১৮২৭। ২ বৈশাখ ১২৩৪)

নূতন পুস্তক।—ইংরাজি পাঠার্থি বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীবামপুরেব ছাপাখানায় নিউগাইড নামে ইংরাজি বাঙ্গালাতে এক পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রথমে ইংবাজি বর্ণমালার উচ্চাবণ বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা গিয়াছে পরে বর্গক্রমে ইংবাজি কথা সংগৃহীত হইয়াছে ঐ কথা ২৫০০ ন্যূন নয় তাহার ক্রম এই প্রথম ইংরাজি অক্ষরে ইংরাজি কথা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ ও অর্থ। তৎপরে ইংরাজি বাঙ্গলাতে কতকগুলিন ডাইএলাগ অর্থাৎ কথোপকথন তৎপবে অন্য২ প্রকরণ আছে। ইহার মূল্য ১ টাকা। যাহার যত গ্রন্থে প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় সম্বাদ পাঠাইলে ২৫ এপ্রিলের পর পুস্তক পাইতে পারিবেন। ইতি তাবিখ ১৪ এপ্রিল।

(৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫)

নূতন পুস্তক।—মহাকবি বররুচিকৃত পত্র কৌমুদী পত্রদ্বারা এই উভয় প্রকরণ শ্রীকৃষ্ণলাল দেব মোং শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা করিতে স্থির করিয়াছেন।

শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রবিহীন একটি সংস্করণ আছে· তাহার তারিখ শকাব্দ ১৭৪৬ (= ১৮২৪)। ইহাও কৃষ্ণলাল সংগৃহীত। যাবৎ প্রসন্না কমলা মুরারে র্বক্ষস্থলস্থা মুদমেষ্যতীয়ম্। তাবৎ সমাপ্তাং ভুবনে চিরায় শ্রীকৃষ্ণলালেন কৃতা প্রশস্তিঃ॥ সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ। ইহাই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

(২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬)

খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামির প্রেরিত পত্রীদ্বারা বোধ হইল এতদ্দেশে সসর্ব্বোপায় শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যষ্টাদশ পুরাণোপপুরাণ এবং গোস্বামি পাদকৃত হরিভক্তিবিলাস ভক্তিরসামৃত সিদ্ধাদি গ্রন্থাধ্যাপনানিলয়াভাবঃ অতএব নানাশাস্ত্রাধ্যাপকদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাহরণানন্তর সপ্রমাণক ভগবদুপাসনা তত্ত্ব সংগ্রাখ্য গ্রন্থ করিয়াছেন অভিলাষ উক্ত সর্ব্বশাস্ত্রাংগ্যাপনা হয় যে ছাত্রসকল খড়দহের বাটীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিয়া অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারদিগের অধ্যয়নানুকূল্য করিবেন অতএব সকলের জ্ঞাত কারণ জানাইতেছি ইতি।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।— ...সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী তাহার দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।

সাময়িক পত্র

(৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮)

প্রেরিত পত্র।— ...সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে পরস্পর নিন্দা প্রকাশ রহিত করিয়া নানাদেশীয় নানাবিধ সুসম্বাদ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করেন ইহা হইলে পাঠকেরা আনন্দিত হইয়া পাঠ করিবেন এবং উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক এবং যদর্থে করিতেছেন তাহারও সিদ্ধি হইবেক।

এই যে প্রেরিত পত্র আসিয়াছিল তাহা দর্পণে প্রকাশ করিলাম এবং পত্র প্রেরক যেমত লিখিয়াছেন এ অতিসুন্দর লিখিয়াছেন যেহেতুক বিশিষ্ট দ্বয়ের মধ্যে ভেদ জন্মিলে বিশিষ্ট লোকের খেদ হয় এবং বিশিষ্টের মধ্যে ভেদ না থাকে বিশিষ্টের এই প্রার্থনা অতএব উভয়েই বিবেচনা করিবেন।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৩০ ভাদ্র ১২২৯)

পারসীয়ান কাগজ।—নানাস্থানহইতে অনেক লোক পারসীয়ান খবরের কাগজের কারণ পত্র লিখিয়াছেন এবং কোন২ সমাচার দর্পণপাঠকও বাসনা করেন যে পারসীতে খবরের কাগজ প্রকাশ হয়। অতএব এই সকল লোকেরদের তুষ্টির কারণ পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি আগামী সপ্তাহে ইহার বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি পারসীয়ান খবরের কাগজের প্রার্থনায় আগত পত্র নীচে প্রকাশ করিতেছি দৃষ্টি করিবেন।

আগত পত্র ॥

সমাচারদর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—নানা দেশীয় নানাপ্রকার সমাচার সম্বলিত সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইয়া অনেক২ লোকের সন্তোষ জন্মায় এবং এই জিলার জজ সাহেবের নিকটে বাঙ্গালি সমাচার দর্পণ আইসে তাহাতে আমলাহায় ঐ কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন কিন্তু এ জিলার আমলালোক অনেকেই প্রার্থনা করেন যে পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ হয় যেহেতুক আমলা লোকেরা বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসী অধিক ভাল বাসেন অতএব যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করেন তবে অনেক লোকে লয় ও অনেকের সন্তোষ জন্মে যেহেতুক যাহারা পারসী না জানেন তাঁহারা বাঙ্গালিতেই তৃপ্ত থাকেন কিন্তু যাহারা পারসী ও বাঙ্গালি উভয়জ্ঞ তাঁহারা বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসীতে অধিক বাসনা করেন অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন।

এই পত্র কেবল আমি একাকী লিখিতেছি এমত নয় কিন্তু ইহাতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতি আছে।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯)

ইস্তাহার।—সকলকে জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বাবধি সর্ব্বদেশে সমাচারপত্র প্রকাশিত আছে কিন্তু হিন্দুস্থানে বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে কেবল ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঐ সমাচার পত্র পাঠ করিতে পারিত না এইক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হওয়াতে ইংগ্লণ্ডের ন্যায় শহর কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে অনেক ছাপাখানা হইয়া ইউরোপীয় সমাচার ও অন্য২ দেশীয় সমাচারসম্বলিত সমাচারপত্র ইংরাজী ও

বাঙ্গালি ভাষাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক সাহেব লোকের নিকটে ও ইংরাজীজ্ঞাতারদের নিকটে ও বাঙ্গালি লোকেরদের নিকটে পঁহুছিতেছে তাহাতে ঐ সকল লোকের সন্তোষ জন্মিতেছে। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় অতিপ্রধান ও ভাগ্যবান লোকেরা ঐ ভাষাদ্বয়ানভিজ্ঞতাহেতুক স্বয়ং পাঠ করণে অক্ষম হওয়াতে কেহ২ ক্ষান্ত থাকেন কেহ বা ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালিজ্ঞাতারদের দ্বারা সমাচারাবগত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে পরায়ত্তভোজনবৎ তাঁহারদের তাদৃক তৃপ্তি হয় না অতএব যদি পারসী সামাচার পত্র প্রকাশ করা যায় তবে তাঁহারা পরাপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঐ রসপান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

অতএব সে সকলের তুষ্টি ও ইষ্টসিদ্ধির কারণ নিশ্চয় করা গেল যে নানা দেশীয় সমাচার পারসীভাষাতে ছাপা হইয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হয় তাহাতে যে সকল লোক ঐ সুখভোগেচ্ছুক হইয়াও পাঠ করণ শক্তি না থাকাতে ক্ষান্ত ছিলেন কেহবা পরোপাসনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করিতেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতারূপে প্রতিদেশীয় সম্বাদাবগত হইয়া আত্মমনোবিনোদ করিতে পারিবেন। এবং পারসী ভাষায় সমাচার পত্র হওয়াতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতিও আছে। ঐ সম্বাদ পত্রের নাম পৈকনামাবর স্থির করা যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মূল্য চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক ইহা ব্যতিরেকে কোম্পানির রীত্যনুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক অর্থাৎ যেখানে চিঠীর মাশুল আট আনা সেখানে পৈকনামাবরের দুই আনা লাগিবেক। ঐ কাগজ মঙ্গলবারে ছাপা হইয়া বুধবারে স্বাক্ষরকারিরদিগের নিকট পাঠান যাইবেক।

অতএব জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন মহাশয়ের লইবার বাসনা হয় তাঁহারা আপনারদের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন যে তদনুসারে পৈকনামাবর প্রতিসপ্তাহে বুধবারে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায়। ইহার ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান হইলে অর্থাৎ স্বাক্ষরকারিরদের নাম পাওয়া গেলে ছাপা আরম্ভ হইবেক।

(১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব যদি কোন মহাশয় ঐ পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে এক টাকা।

(৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০)

জরনেল আফিসের বৃত্তান্ত।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক সমাচার দিতেছি যে এক নূতন

ইডিটর কলিকাতা জরনেল আফিসে দি স্কাট সোমেন ইন দি [ঈষ্ট] নামক এক নূতন কাগজ প্রকাশ করিতেছেন এ জন্যে লাইসেন্সও পাইয়াছেন। ১ মার্চ তারিখে এই কাগজ প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে জনপদের অনেক উপকার হইবেক ......।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

নাগরীর নূতন সংবাদ পত্র ॥—ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেরদের মধ্যে গুণ প্রচার ও জ্ঞানের সঞ্চার হইবার কারণ যাহা অদ্যপর্য্যন্ত উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বিষয়ে চর্চামাত্র ছিল না সংপ্রতি অন্তর্বেদ দেশান্তর্গত কাহ্নপুর গ্রামনিবাসি স্বদেশজনসুখাভিলাষি কান্যকুব্জ জাতীয় শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল হিন্দুস্থানি ব্যক্তিরদিগের বিদ্যারূপ মণি এতাবতা যাহা জাড্যতারূপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই এতদর্থে উদন্ত মার্ত্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলের সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এনগরে পূর্ব্বোক্ত সুকুলের কর্তৃত্বে এখানকার এবং অন্যান্য হিন্দুস্থান ও নেপালপ্রভৃতি দেশের সজ্জন মহাজন এবং ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ উদন্ত মার্ত্তণ্ড নির্ব্বাহানুকূল্য জন্য দ্বিমুদ্রা মাসিক স্থির পাইয়াছে যে২ মহাশয়ের ঐ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্ছা হয় তাহারা মোং আমড়াতলার গলির ৩৭ নং বাটীতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন। সং চং।

(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩)

নাগরির সমাচারপত্র।—সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচারপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের আহ্লাদের সীমা নাই যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগ্দেশীয় রাজসম্পর্কীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় দুই শত বৎসরের অধিক কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা সামান্য সমাচার ও নানা বিষয়ের দোষগুণপ্রভৃতি প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নির্য্যাস ও সংশোধন হইয়াছে এই ইংরাজীপ্রভৃতি সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় পরে পারসী ভাষায় হয় এবং মধ্যে কিয়দ্দিবস গত হইল উরদু ভাষায় হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় না যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপত্র হওয়াতে কাশীপ্রভৃতি স্থানস্থ লোক যাহারা ঐ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগল্‌ভতাপূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন তাঁহারা যদ্যপি অভিনব রীতি বলিয়া তুচ্ছ না করিয়া আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তবে তাঁহারদিগের পক্ষে যে ফলোদয় হইবেক তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন।

(৮ জুলাই ১৮২৮ । ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

নাম পরীবর্ত্তন।—সকলে বিদিত আছেন যে কলম্বিয়ন প্রেষ গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্র প্রায় ঐ নামে এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল সংপ্রতি ২ জুলাই রবিবার অবধি তৎসম্পাদক ঐ কাগজের বেঙ্গাল ক্রোনিকল নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন আর নিয়ম করিয়াছেন যে মঙ্গল শুক্র ও রবি এই তিন বারে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৮ মার্চ ১৮২৮ । ২৬ ফাল্গুন ১২৩৪)

তিমিরনাশকযন্ত্রদাহ।—আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত শুক্রবার তিমিরনাশক পত্র প্রকাশ হয় নাই কিন্তু প্রকাশ না হওনের কারণ একখানি ক্ষুদ্রপত্র তৎপ্রকাশক অন্য মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে তিমির-নাশক যন্ত্রালয়ে অগ্নি লাগিয়া সেই আলয় এবং যন্ত্রাদি তাবৎ দগ্ধ হইয়াছে।

বিবিধ

(২৫ আগষ্ট ১৮২৭ । ১০ ভাদ্র ১২৩৪)

বাঙ্গালায় ছাপাখানার স্বাধীনতাবিষয়ে।—বিলাতে ইণ্ডিয়া হৌসে শ্রীযুত কর্ণেল ইষ্টানহোপ সাহেব বাঙ্গালায় ফ্রি প্রেস অর্থাৎ ছাপাখানার স্বাধীনতা স্থাপন করণার্থে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকের মত হইল না এতন্মাত্র প্রকাশ হইয়াছে। সং চং

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

টিপুসুলতানের পুস্তক সংগ্রহ।—এতদ্দেশীয় ভাষায় যে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ হয়দরালিকর্ত্তৃক সংগ্রহ আরম্ভ হইয়া টিপুসুলতানকর্ত্তৃক যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল সংপ্রতি লণ্ডন নগরে কোম্পানি বাহাদুরের পুস্তকালয়ে তাহা অর্পিত হইয়াছে। সেই পুস্তক প্রায় সকলি আরবী ভাষায় রচিত তন্মধ্যে অতি সুশোভিত জিল্দ করা এবং প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত কোরাণের কএক নক্সা আছে। টিপু সুলতান যে কোরাণ পাঠ করিতেন তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং সুশোভা-হীন কিন্তু তাহার অক্ষর অতি পাকা। ঐ পুস্তকসমূহের মধ্যে হিন্দুরদের প্রাচীন ভাষায় লিখিত অনেক বহু মূল্য গ্রন্থ আছে।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১। ১৪ ফাল্গুন ১২২৭)

বাবুর উপাখ্যান। – অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমীদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপাজন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বদ্ধিমান অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচরদ্রূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনাজন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জ্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্ব্বদা দুঃখী কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যাগ দান করেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকৃটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স ছয় মাস হইল অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাসৎ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিয়ত সভায় থাকেন এবং কুলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা কহিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে…ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কত কাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন। ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে

এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কিং।

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদর্য্য কত২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেল্যা গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদর্য্য ও মান্য দেওয়ানজীব পুত্র অনেক আভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোকহইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবামাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়্২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার বাদার্থ করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনে২ করেন যে আশ্চর্য্য

আমি আপ্ত বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহুরি কিম্বা মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ২ কর্ত্তা বলে কেহ২ বাবু কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর পূর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্পহইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংগ্রহ করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি মুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু শ্রমে কিঞ্চিৎ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজার২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উম্মেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে। বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিদ্যায় কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই উম্মেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম২ কর্ম্ম দিবেন। ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপন২ স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কোন লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। উম্মেদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসমাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। উম্মেদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমে২ যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম২ অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন

অনুসন্ধান করেন কেহ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। উম্মেদওয়ারেরা স্ব২ বাসায় যান তাহারা কেহ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগরের নবাব হইলেন কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোষাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে কেহবা আপন২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আস্পর্দ্ধাধারী সোপর্দা লোক অধিক প্রস্তুত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবুজী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন। যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পর দিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায় কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে দুর্ব্বিধ বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদি সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর এক জন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে এক জন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছেন কি না আনতনি বস্ত্রিগু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াগু সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে

আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে শুদ্ধ বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে উমেদয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অদ্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবারহইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। উম্মেদওয়ারেরা বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনফল যে যাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন ইংরাজ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয় অভাগা উম্মেদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন পরে কর্জ্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন যখন কর্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না বরং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ইতি বাবুর উপাখ্যান।

এই উপাখ্যান প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।

(৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহা অভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে

যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিষ্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবার২ গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্‌গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছু দিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারাম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ। এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।

(২৩ জুন ১৮২১। ১১ আষাঢ় ১২২৮)

শৌকীন বাবু।—নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর এক জন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেউড গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকাহইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেতইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রায় শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে

করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে২ মঙ্গল পাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শোক শুনিয়া বসি উঠে সাবধান২ এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।

অজ্ঞাত কুলশীল নামক একব্যক্তি পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল।

(৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮)

বৃদ্ধের বিবাহ।—দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি মাতামহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতোছল ইতোমধ্যে এ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটীতে গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চয্য মহাশয়েব বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠিক বলিতে পারি না ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্ত গুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমারদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক২ গুড়২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বর পাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটী সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া চুপ পাঁচ

হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে সুতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ওবুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ পাইয়া যত২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ২ গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ২ মাথায় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ো ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও গোপে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহাব বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অমুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড় আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তরের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে২ বৈদ্যবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনের জন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটী মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান২।

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮)

প্রেরিত পত্র।—কোন মহানগরে বহু দেশীয় বহুবিধ জাতি ভাগ্যবান লোক বাস করেন সেখানে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই সকল ধর্ম্মতো আছেই তদ্ব্যতিরিক্ত ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর অনেক গুণও আছে তাহার কিছু আমি বর্ণনা করি। তাঁহারদের প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে প্রায় অবকাশ হয় না অথচ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে অনুগ্রহও করা আছে তাঁহারা সকালে গিয় বাবুকে আশীর্ব্বাদ করেন ও নানাবিধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন অনেক২ প্রসঙ্গ হইয়া থাকে তাহার একটা লিখি।

গুণাকর বাবু এক ভট্টাচার্য্য স্থানে শুনিলেন যে অমুকের মাতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছে ও চৈতন্য অতিসামান্যরূপ আছে তাহাতে বাবু কহিলেন যে হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না কিন্তু শ্রাদ্ধ চমৎকার করিবেক। পণ্ডিতেরা কহিলেন যে এ শ্রাদ্ধে আমারদের নিমন্ত্রণ করাইতে হইবেক। বাবু কহিলেন ভাল আগেতো তাঁহার কাল হউক তখন বোঝা যাইবেক। মহাশয় কি

আজ্ঞা করেন তাঁহার কাল এই যাত্রায় অবশ্যই হইবেক আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ কি সন্ধ্যা পূজা করিয়া জল খাই না তাহার মরণ না হইলে আমারদের মরণ। এই প্রকার কথোপ-কথনের দ্বারা প্রায় বেলা দুই প্রহর হইল। বাবু স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বাসায় গিয়া কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে ভাগীরথীতে গেলেন। তাহার পর বাসায় আসিয়া বৈদিক তান্ত্রিকাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন ওহে ভৃত্য অদ্য হবিষ্যের কি আনিয়াছ। অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই ইহাতে শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি আর পুঁয়ের খাড়া। তাহাই চড়চড়ি করিলেন আর ঘৃত দুগ্ধ দধি অপূর্ব্ব সেলা তণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া আড়াই প্রহরের মধ্যেই ভোজন হইল। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে কোন মান্য লোক চৌবাড়ীতে আইলেন তাহার কোন জিজ্ঞাসা আছে। তাহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন ওহে ছাত্রেরা অদ্য তোমারদের পাঠ চাহা হইয়াছে যদি কাহারু কোন সন্দেহ থাকে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদায় করিয়া কহিয়া দিব। চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন মহাশয় আমার একটা সন্দেহ আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করি। মহাভারত ব্যাসদেব কৃত কিন্তু শুনা যায় কোন স্থানে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ সঞ্জয় উবচৈ ইত্যাদি বহু জন উবাচ কিন্তু কোন স্থানে শুনিলাম না যে ব্যাস উবাচ তবে কি প্রকারে বলি এ ব্যাস কৃত। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন ও অনেক কথা আপনি কোন দিবস প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যার পর আসিবেন এইক্ষণে আমার ছাত্রেরা ব্যস্ত হইয়াছেন। যে আজ্ঞা তাহাই করিব। চট্টোপাধ্যায় গেলেন।

ভট্টাচার্য্য বাবুর কাছে গেলেন পথ মধ্যে ঐ গঙ্গাযাত্রার সম্বাদ পাইলেন যে অদ্য দেখিয়া আসিয়াছি কিছু ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। কেমন বাবুজী মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন। মহাশয়েরদের আশীর্ব্বাদে বুঝি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন কল্য বাক্‌রোধ হইয়াছিল অদ্য বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মনেং কহিতেছেন হে দেবতা কি করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহার কিছু আছে। না ঐ বিষয়ে মহাশয় ভাবিত আছি। ভাল চিন্তা নাই দুর্গা মঙ্গল করিবেন। তাহা যে পক্ষে হউক। মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিবেন। এ কেমন কথা যে দিবসাবধি ইহার পীড়া শুনিয়াছি সেই অবধি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি।

এই কথা কহিয়া গুণাকর বাবুর নিকটে আইলেন তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড। কেমন ভট্টাচার্য্য অদ্য বৈকালে যে দেখি নাই। আর মহাশয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেমনং বল দেখি। আর বলিব কি ছাই কথা হইয়াছে। সে কি। মহাশয় বুঝিলেন না কল্য বাক্‌রোধ ছিল অদ্য বাক্য কহিতেছে ইহা শুনিয়া আমার বাক্‌রোধ হইল। তবে কি ওবিষয়টা বৃথা হইল। না মহাশয় ইহার মধ্যে একটা সুসম্বাদ আছে আহার নাই এইটা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা না শুনিলে কি এপর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম। আরং মহাশয়েরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা তাহা শুনিয়া কহিলেন রাম বাঁচিলাম ওহে বিদ্যানিধি ভায়া